13

তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজ

ত্বালাকের মাসায়েল

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

প্রকাশনায়ঃ
রিয়াদ মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম

13

كتاب الطلاق

(باللغة البنغالية)

تاليف

محمد اقبال كيلانى

ترجمه

عبد الله الهادى محمد يوسف

مكتبة بيت السلام الرياض

তাফহীমুস্‌সুন্নাহ্‌ সিরিজ — ১৩

ত্বালাকের মাসায়েল

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম
রিয়াদ, সৌদি আরব

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلانى ،محمد إقبال
كتاب الطلاق باللغة البنغالية/محمد إقبال كيلانى - ط٢
الرياض، ١٤٣٣هـ

ردمك:٧-٠٩٧٧-٠١-٦٠٣-٩٧٨

١- الطلاق(فقه اسلامى) أ. العنوان
ديوي ٢٥٤,٢ ١٤٣٣/٨٦٥١

رقم الايداع: ١٤٣٣/٨٦٥١
ردمك : ٧-٠٩٧٧-٠١-٦٠٣-٩٧٨

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122 فاكس : 4385991
4381155

موبائل: 0542666646-0505440147

সূচীপত্র

كلمة المترجم

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রশান্তির স্থল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যিনি নারী জাতিকে চারটি কাজ সম্পাদন করে গেলে তাদেরকে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হল স্বামীর আনুগত্য করা।

ইসলামে বিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিয়ের মাধ্যমে বর-কনের নবজীবন শুরু হয়, এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কল্পনাতীত অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়, পরিবার ও বংশধারা বিস্তার লাভ করে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যত্যয়ও হয়। আর এর পিছনে থাকে বিভিন্ন কারণ, ইসলাম যেমন বিয়েকে বৈধ করেছে এমনিভাবে কোন কারণে এ সম্পর্ক অটুট রাখা সম্ভব না হলে তা থেকে পরিষ্কার হওয়ার জন্যও এক বিজ্ঞানময় বিধান রেখেছে; কিন্তু অনেক মানুষের ইসলামের এ বিজ্ঞানময় বিধানটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায়, ত্বালাকের বিষয়ে তারা বিভ্রান্ত হয়।

উর্দূভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কীলানী সাহেব তাঁর **"ত্বালাক কে মাসায়েল"** নামক গ্রন্থে কোরআ'ন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সুন্দর আলোচনা করেছেন। যা একজন মুসলমানের জন্য এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

এ গ্রন্থটির অনুবাদের দায়িত্ব আমি গোনাহগারের উপর অর্পিত হলে, আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্বেও তা অনুবাদে আমি আগ্রহী হই। এই আশায় যে, এ গ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী মুসলমান ত্বালাক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে প্রচলিত বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। আর এ উসীলায় মহান আল্লাহ্ এ গোনাহগারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে সুহৃদয় পাঠক বর্গের প্রতি এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলে, আর তারা তা আমাকে অবগত করালে আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ্।

৯/৯/২০০৮ইং

ফকীর ইলা আফভী রাব্বিহি

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

পি.ও. বক্স- ৭৮৯৭ (৮২০)

রিয়াদ-১১১৫৯, কে.এস.এ.

মোবাইলঃ ০৫০৪১৭৮৬৪৪

سعى مشكور

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على عبده و رسوله محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد

যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু হয় তখন এ দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি রাস্তাই খোলা ছিল যে, এ পথের আহ্বায়ক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে দিক-নির্দেশনা আসে তা গ্রহণ করা, আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সামনে অগ্রসর হতে থাকল তখন এ মূল নীতিটি বারংবার বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এরশাদ হয়েছেঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (سورة محمد:٣٣)

অর্থঃ "হে ঈমানদ্বারগণ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট করো না।" (সূরা মোহাম্মদঃ ৩৩)

যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মত এ মূল নীতির উপর অটল ছিল ততক্ষণ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদলেহান করেছে; কিন্তু যখন উম্মতের মাঝে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের বিভিন্ন দর্শন তৈরী হয়েছে, যারা আক্বীদা, বিধি-বিধান, মূলনীতি, ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। ফলে এর রেজাল্ট দাঁড়াল এই যে, উম্মত পশ্চাদমুখী হতে লাগল। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্‌) এর অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান পেশ করেছেন এ বলে যে,

لن يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح اولها

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতাবলম্বনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো বিশুদ্ধ হতে পারে না। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখজনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের ঐ বিষ বাষ্প আজও গ্রাস করে রেখেছে। আর তারা এর

অনুসরণে পশ্চাদমুখী হচ্ছে। এরও সমাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলে গেছেন।

আনন্দের বিষয় হল এই যে, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী একজন উঁচুমানের ইসলামী চিন্তাবিদ। শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে তার ছায়া তলে কাজ করছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ এই যে, তাদেরকে নিরঙ্কুশ কিতাব ও সুন্নাতের সাথে জড়ানো। যাতে করে তারা বিভিন্ন মুখী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজে আঞ্জাম দিতে গিয়ে ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সাথে সম্পৃক্ত, মাসআলা-মাসায়েল, একমাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু করেছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু কিতাব প্রস্তুত করেছেন। যা যুবক ও হেদায়েতকামীদের জন্য একটি পূর্নাঙ্গ দ্বীনি কোর্স। লিখক তাফহিমুস সুন্নায় মাসআলা মাসায়েল ও বিধি-বিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি একক পদ্ধতি। যাতে কোন মতভেদের অবকাশ নেই এবং এটা অত্যন্ত নির্ভুল পদ্ধতি। হয়ত বা কোন কোন মাসআলা মাসায়েলের বিশ্লেষণে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার উপর সীমাবদ্ধ ছিল। এমনিভাবে তিনি যে রেজাল্ট গ্রহণ করেছেন তাতেও মতভেদ করা যেতে পারে; কিন্তু তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংশয় মুক্ত তাতে কোন মতভেদ ও সন্দেহ নেই। তাই তার কিতাবসমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তী নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কীলানী সাহেবের লিখনীসমূহ থেকে যুবকদের একটি দল হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছে। আর তারা সুন্নাতে রাসূলের বর্ণনাময় এ কিতাবসমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মতৃপ্তী এবং আনন্দ লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাদের এ আনন্দকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম রাখে এবং লিখক ও উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী

২০ শে সফর ১৪২১ হিঃ।

নারী অধিকার আন্দোলনসমূহ

আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সুহৃদয়তা নিয়ে নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত নারীদেরকে এ আহ্বান করছি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত জীবন-যাপন পদ্ধতিকে অন্যমনস্কভাবে না দেখে আত্মসংশোধনের মানসিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে অধ্যায়নের পর বলুন -----!

- কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করণনীতি কে রহিত করেছে?
- একজন নারীর সাথে একই সময়ে দশজন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকার বর্বর পদ্ধতি কে রহিত করেছে?
- নারীকে পুরুষের যুলুম থেকে বাঁচাতে অসংখ্য ত্বালাক প্রথা কে রহিত করেছে?
- কন্যাকে লালন-পালনে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ কে দিয়েছে?
- নারীকে শিক্ষিত করার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কে করেছে?
- নারীকে চিন্তা মুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের ব্যবস্থা কে করেছে?
- ত্বালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনের সম্মানজনক পদ্ধতি কে প্রবর্তন করেছে?
- নারীকে সতীত্ব জীবন-যাপনে জান্নাতের সুসংবাদ কে দিয়েছে?
- নারীর সতীত্ব হরণের শাস্তি মৃত্যুদন্ড কে প্রবর্তন করেছে?
- নারীকে 'মা' হিসেবে সন্তানদের প্রতি পুরুষের চেয়ে তিন গুণ বেশি অধিকার কে দিয়েছে?
- বার্ধক্যে নারীকে সম্মানজনক সেবা দেয়ার প্রথা কে চালু করেছে?
- আমরা পূর্ণ জ্ঞান ও অর্ন্তদৃষ্টিসহ এ দাবী করছি যে, মানব ইতিহাসে, ইসলামের নবী, মানবতার অধিকার সংরক্ষক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি যে পৃথিবীর মাযলুম নিপিড়িত সৃষ্টি, নারী জাতিকে বর্ণনাতীত নির্দয়, পাষন্ড প্রাণীর

হিংস্র থাবা থেকে বের করে পৃথিবীতে মানুষ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। নারীর অধিকার দিয়েছেন এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তাদেরকে সমাজে সম্মানজনক পদে বসিয়েছেন।

সত্য কথা এই যে, নারী কিয়ামত পর্যন্তও যদি মানবতার মুক্তির দূত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে তবুও তাঁর কৃতজ্ঞতা শেষ হবে না।

(আল্লাহ্ আমাদের নবীর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين اما بعد

ব্যক্তিগত জীবন হোক আর সামাজিক, ইসলাম স্বভাবগতভাবে ভালবাসা, অন্তরিকতা, ঐক্যতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার ধারক ও বাহক। পক্ষান্তরে বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা, অনিয়ম, ও দলাদলীকে ইসলাম নিকৃষ্ট কাজ মনে করে, নিয়মতান্ত্রিকতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবন-যাপন করার ব্যাপারে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, যদি তিন জন লোক মিলে কোথাও কোন সফর করে তাহলে তারা যেন নিজেরদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্ধারণ করে সফর করে। (আবুদাউদ)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ও প্রতিবেশির হকের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে, আর সোখানে থেকে সে বলছে, "যে ব্যক্তি আমার (আত্মীয়তার)সম্পর্ক অটুট রাখবে তার সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক অটুট থাকবে, আর যে এসম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে" ।(বোখারী ও মুসলিম)

সাধারণ মুসলমানদেরকে মিলে মিশে আন্তরিক পরিবেশে থাকার ব্যাপারে এতটা উৎসাহিত করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য অন্য কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়, আর যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবস্থায় মারা গেল সে জাহান্নামী। (আহমদ,আবুদাউদ)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "যে ব্যক্তি বছর ব্যাপী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, তাহবে তার অধিকার নষ্ট করার সমতুল্য অপরাধ" (আবুদাউদ) ।

প্রচলিত সরকার ব্যবস্থায় ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি রোধে তিনি বলেছেন, তোমাদের উপর যদি নাক ও কান কাটা কোন লোককে সরাকার বানানো হয়, যে তোমাদেরকে কোরআ'ন ও হাদীস মোতাবেক পরিচালিত করে, তোমরা তার নির্দেশ পালন করবে। (মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি তার সরকারের মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু দেখে তাহলে তার ধৈর্য ধরা উচিত, কেননা যে ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের দল থেকে এক বিঘা

পরিমাণ দূরে চলে যাবে সে জাহিলিয়্যাতের (কাফের)অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। (বোখারী ও মুসলিম)

এসমস্ত দলীলের আলোকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ইসলাম নিয়ম অনুবর্তীতা, ঐক্যতা, ভ্রাতিত্বতাকে কত বেশি গুরুত্ব দেয়। এত গেল সমাজের সাধারণ লোকদেরকে পরস্পরের মাঝে সু সম্পর্ক বজিয়ে রেখে জীবন যাপনের নির্দেশ, নারী পুরুষের বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি এই যে, এ সম্পর্ক চির দিনের জন্য জীবন সঙ্গী ও একে অপরের সুখে ও দুখে সমঅংশীদারীর সম্পর্ক। এ জন্য আল্লাহ্ এ উভয়ের মাঝে আন্তরিকতা ও ভালবাসার বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন, ফলে উভয়েই একে অপরের সংস্পর্শে শান্তি অনুভব করে, দাম্পত্য জীবনের এ ক্ষুদ্র পরিসরকে ইসলাম নিয়মানুবর্তীতা, ঐক্য ও বন্ধুত্বের প্রতি কত গুরুত্ব দিয়ে থাকে তা অনুমান করা যায় ঐ সমস্ত বিধি-বিধান থেকে যা ইসলাম উভয় দম্পতির জন্য নির্ধারণ করেছে। স্বামীর অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম যে সেযেন তার স্বামীকে সিজদা করে। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! স্বামী তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আহ্বান করলে স্ত্রী যদি তা প্রত্যাক্ষাণ করে, তাহলে ঐ সত্বা যিনি আকাশে আছেন তিনি অসন্তুষ্ট হন, যতক্ষণ না তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের উপায়। (আহমদ)

সাথে সাথে নারীর অধীকারের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজে যা খাও স্ত্রীকেও তা খাওয়াও, নিজে যা ব্যবহার কর স্ত্রীকেও তা ব্যবহার করতে দাও, আর স্ত্রীর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবে না। (মুসলিম)

* "স্ত্রীকে গালি দিবে না।" (ইবনে মাযা)
* স্ত্রীর সাথে গন্ডগোল করবে না, তার একটি অভ্যাস যদি অপছন্দ হয় তাহলে অন্যটি পছন্দ হবে। (মুসলিম)
* " স্ত্রীকে কাজের মেয়ের মত মারবে না।" (বোখারী)
* স্ত্রী তোমাদের নিকট বন্দীর ন্যায় তার ব্যাপারে ভাল কথা গ্রহণ কর। (তিরমিযী)

তিনি আরো বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সবোর্ত্তম সে যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তোম"। (তিরমিযী)

চিন্তা করুন! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, কোন নারী বা পুরুষ তার দাম্পত্য জীবনে উল্লেখিত প্রমাণাধি অনুধাবন করে, ইসলাম প্রবর্তিত পারিবারিক জীবনকে অহেতুক কারণে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে?

মানুষের কৃষ্টি-কালচারে পার্থক্য থাকা সত্যেও সমস্যা মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন বিষয়, বিশেষ করে জীবনের অন্যান্য দিকের তুলনায় দাম্পত্য জীবনে সমস্য একটু বেশি পরিলক্ষিত হয়। ইবলীসের ছাত্ররা সর্বকালে সর্বত্র মানুষের দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্রিয় থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইবলীসের দরবার পানির উপর, সেখান থেকে সে সর্বত্র তার ভক্তদেরকে প্রেরণ করে থাকে, ভক্তদের মধ্য থেকে তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সে যে সবচেয়ে বেশি ফেতনা বাজ। ভক্তরা ফিরে এসে তার নিকট রিপোর্ট পেশ করে, কেউ বলে আমি অমুক অমুক কাজ করেছি, উত্তরে ইবলীস বলে তুমি কিছুই করতে পার নাই। কেউ বলে যে, আমি অমুক স্বামী ও স্ত্রীর পিছনে লেগে তাদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে ছেড়েছি, ইবলীস তাকে তখন নিজের পাশে দরবারে বসায় এবং বলে তুমি ঠিক কাজটি করেছ। (মুসলিম)

ইবলিসী এ কর্মকান্ডের ফলে কোন কোন সময় অবস্থা এদাঁড়ায় যে না সামনে চলা যায় না পিছনে, মানুষের বিবেক বুদ্ধি যেন থেমে যায়, মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, ভালবাসা বন্ধুত্ব কিছুই যেন থাকে না, সম্পর্কের টান দুর্বল হয়ে যায়, আন্তরিকতা পূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়, অঙ্গীকার পূরণ অঙ্গীকার ভঙ্গে, সুসম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি, এমতাবস্থায়ও ইসলাম পারত পক্ষে এ চেষ্টা করে যে, স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক যেকোন ভাবেই যেন বজিয়ে থাকে, আর তাহল এইযে, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অবাধ্য, উগ্র মনে করে তাহলে সাথে সাথেই স্বামী ত্বালাকের ব্যবস্থা করবে না, বরং প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রীকে বুঝানো উচিত, যদি এতে কাজ না হয় তাহলে দ্বীতিয় পর্যায়ে সতর্ক করার জন্য ঘরের মধ্যে স্ত্রীকে পৃথক বিছানায় রাখবে, এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে হুমকী ধমকীর সাথে সাথে হালকা প্রহারেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা নিসাঃ ৩৪)।

এমনিভাবে অবাধ্যতা ও উগ্রতা যদি স্বামীর পক্ষ থেকেও পরিলক্ষিত হয় তাহলে স্ত্রীকেও সাথে সাথে খোলা ত্বালাকের সিদ্ধান্ত না নেয়া উচিত। বরং ধৈর্য, ও বুদ্ধিমত্বার সাথে স্বামীর অবাধ্যতা ও উগ্রতার কারণ দেখার চেষ্টা করা, এর পর ঐ সমস্ত কারণ গুলো চিহ্নিত করে তা দূর করে স্বামীর মন জয় করার জন্য চেষ্টা করা। স্বীয় সংসার সুরক্ষায়

নারীকে যদি তার কোন কোন অধিকার ছাড়তেও হয় তবুও তা করা চাই। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা নিসাঃ ১২৮)

স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঘটে যাওয়া সমস্যা সমাধানের সর্বিক প্রচেষ্টা যদি সফল না হয় তবুও ত্বালাকের পূর্বে আরো একটি রাস্তা বাতানো হয়েছে, আর তাহল এই যে, স্বামীর আত্বীয়দের মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিমান সৎ ও ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি এবং স্ত্রীর আত্বীয়দের মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিমান, সৎ ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি বাছাই করে তাদেরকে নিয়ে বসে সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করবে। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা নিসাঃ ৩৫)।

যদি এ প্রচেষ্টাও সফল না হয় তাহলে ইসলাম এ উভয় পক্ষকে এ সতর্ক বাণীর সাথে পৃথক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যে, "যদি বিনা করণে ত্বালাক দেয়া হয়, তাহলে ত্বালাক দাতা কবীরা গোনাহগার হবে। (হাকেম)।

বিনা কারণে ত্বালাক দাবীকারী নারীর জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম। (তিরমিযী)

এ সর্তকতার পরও যদি উভয় পক্ষ একে অপরের কাছ থেকে সর্ম্পক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ইসলাম এ সম্পর্ক ছিন্ন করার এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা রেখেছে যে, ঐ পদ্ধতিটাও উভয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের আরেকটি মাধ্যম বলে মনে হয়।

ত্বালাকের প্রথম বিধান হল হায়েয (মাসিক) চলাকালে ত্বালাক দেয়া যাবে না, বরং পবিত্র অবস্থায় দিতে হবে। হায়েয (মাসিক) একটি রোগের ন্যায় যার কারণে অভাবনীয়ভাবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার পবিত্র অবস্থায় অভাবনীয় ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝের দূরত্ব চলে যায়। ইসলাম সমস্ত অভাবনীয় কর্যক্রমসমূহকে ত্বালাকের ব্যাপারে নয় বরং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চায়, তাই হায়েয(মাসিক) চলাকালে ত্বালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এর পর ত্বালাকের মিয়াদকে তিন মাস পর্যন্ত লম্বা করে স্বামীকে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ রূপে সুযোগ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, সে যদি কোন ভুল করে, বা তাড়াহুড়ার কারণে বা কোন প্রবঞ্চনায় পড়ে তা করে থাকে, তাহলে এর মাঝে যেন সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে। এরপর ইদ্দত (ত্বালাকের মেয়াদ পালনকালে) স্ত্রীকে ঘরে রাখা এবং তার ভরণ-পোষণ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে করে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন না করে যদি তা অটুট রাখার সামন্যতম কোন সুযোগ থাকে তাহলে তা যেন কাজে লাগানো যায়। এসমস্ত বিধি বিধান একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, ইসলাম স্বামী স্ত্রীর বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং একমাত্র তখনই তাদের সম্পর্ক ছিন্নের নির্দেশ দেয় যখন তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র

নির্ধারিত পথে অটল থাকা সম্ভব না হয়।[1] সর্বাত্মকভাবে পারিবারিক নিয়মকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমি এ গ্রন্থের শুরুতে এমন কিছু আলোচনা পেশ করেছি যার ত্বালাকের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং উভয় পক্ষ একে অপরের সাথে সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার এবং একে অপরের অধিকার জানার ও একটি আদর্শ পারিবারিক জীবন যাপনের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে। যেখানে আদর্শ স্বামীর গুণাবলী ও আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী, স্বামীর অধিকার ও তা সংরক্ষণের গুরুত্ব, স্ত্রীর অধিকার ও তা সংরক্ষণের গুরুত্ব , এর সাথে সাথে মহামানব মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) গৌরব উজ্জল পারিবারিক

1 - চলুন একটু পাশ্চাত্যের পারিবারিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক, যাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও পার্থিব চাকচিক্য আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে, আর আমাদের চিন্তা ও বুঝ শক্তি এত দূর পৌঁছেছে যে আজ আমরা ইসলামী বিধি-বিধানসমূহকে এক এক করে সব ভুলতে বসেছি, তাদের এক লিখক ফারান্স ফোকোইয়ামা "এক যবতে কা খাতেমা' নামক গ্রন্থে লিখেছে, এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে যে পাশ্চাত্যের পারিবারিক নিয়ম পরিপূর্ণভাবে অকার্যকর হয়েছে, বিবাহহীন জীবন যাপন করার কামনা সামাজিক জীবন যাপন ও দায়িত্ব পালনের অনুভূতিকে পরিপূর্ণরূপে থামিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থা নারীকে পুরুষের সমঅধিকারে উপার্জন করার পরিবেশ দিয়ে এবং বিবাহিত নারীদের তুলনায় অবিবাহিত মা ও অবিবাহিত পিতাকে অধিক সুযোগ দিয়ে, বিয়ের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পথই বন্ধ করে দিয়েছে। (হাফতা রোযা তাকবীর , করাচী ৩০ অক্টবর১৯৯৭ইং)।

অ্যামিরিকান সাপ্তাহিক নিউজবেকের রিপোর্ট অনুযায়ী ইউরোপে অবিবাহিত মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এদের অধিকাংশই অল্প বয়সী তাই তারা অনুভব করতে পারেনা যে অবিবাহিত মা হওয়া কত বড় ভুল। ঐ সাপ্তাহিকের রিপোর্ট অনুযায়ী সুইডেনে জন্মগ্রহণকারী অর্ধেক বাচ্চা অবিবাহিত মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করে। ফ্রান্স ও বৃটেনে প্রত্যেক তৃতীয় সন্তান অবিবাহিত মায়ের, একেই অবস্থা আয়ার লেন্ডেরও। ডেনমার্কে সিঙ্গেল ফাদার মাদারের সংখ্যা বেড়ে চলার ফলে সেখানে পারিবারিক নিয়ম শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওখানকার নুতন প্রজন্ম বিবাহ পদ্ধতির গুরুত্ব না থাকায় চারিত্রিক বিপর্জয় ও নেশারপ্রতি ঝুকে যাচ্ছে। এমনিভাবে ডেনমার্কও অ্যামেরিকার পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছে। (হাফতা রোযা তাকবীর, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং)। চার্জ আফ ইংলেন্ডের ৪৪ জন নেতা এক বার্তায় বলেছে যে এখন তারা একথায় মোটেও বিশ্বাস রাখে না যে, একত্রে জীবন যাপনকারী অবিবাহিত নারী পুরুষ কোন পাপ করে। বিয়ের ব্যাপারে যবরদুস্তি করা এটা এখন পূর্ব যুগের কথা। যদি নারী পুরুষ বিবাহ ব্যতীত একত্রে থাকতে চায় তাহলে চার্চের তাতে বাধা দেয়া অনুচিত। ম্যানচিস্টারের বাসোপকোরষ্ট ফারসেফেল্ড বলেনঃ অবিবাহিত দাম্পতিদের প্রতি পাপের লেবেল লাগানোর মধ্যে কোন লাভ নেই। সংবাদ পত্রের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমা সমাজে মহিলাদের কে অবাধ যৌনাচারের খোলা চিঠি দেয়া হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রনকারী ঔষধ পত্র ফ্রি বিতরণ করা হয়, যার ফলে বিয়ের প্রতি মানুষ নিরুৎসাহিত হচ্ছে। গত বছর গুলোতে ত্বালাক প্রাপ্তা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একত্রে জীবন যাপনকারী অবিবাহিত নারী পুরুষরা বিয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে। আর এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বৈবাহিক পদ্ধতির পরিবার ব্যতীত অবিবহিত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জন্মলাভকারী বাচ্চারা অলিগলিতে বের হয়ে নানান রকম ছোট বড় অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ছে। (হাফতা রোজা তাকবীর ৩০ অক্টবর ১৯৯৭ইং।

জীবনের কিছু ঘটনাবলী নিয়েও পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হল ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ভুল বুঝা বুঝি, থেকে নারী পুরুষকে মুক্ত করে, উভয় পক্ষকে ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে অবগত করানো এবং উপদেশ দেয়া, হতে পারে কোন সুভাগ্যবান নারী বা পুরুষ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) বাণীসমূহ পাঠ করে এবং দ্বীনের বাস্তব উদাহরণগুলো দেখে নিজের চিন্তা ও চেতনায় পরিবর্তন আনতে পারে। বা নিজের ভুল বুঝতে পেরে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে উপস্থিতি ও জওয়াবদেহিতার কথা স্মরণ করে ভুল সংশোধনে আগ্রহী হবে। আর এ পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা কোন্দল ও ঝগড়া ঝাঁটি পরিহার করে স্বামী স্ত্রী আন্তরিকতা ভালবাসা ও আনন্দময় জীবন যাপনে আগ্রহী হবে, আর তা আল্লাহ্র জন্য মোটেও কঠিন নয়।

মারাত্মক অধঃপতন

পিতা-মাতা যদিও বড় আগ্রহ নিয়ে বউকে ঘরে তুলে; কিন্তু মোটামুটি অধিকাংশ ঘরেই বউ শাশুড়ীর মাঝে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। শাশুড়ী ও বউয়ের ঝগড়া ঝাঁটি আমাদের সমাজে এখন প্রায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এ ব্যাপারে সমাজে অনেক প্রবাদই আছে, তবে একটি উল্লেখ যোগ্য প্রবাদ এই যে, কোন শাশুড়ী তার ছেলের স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে অতিষ্ঠ হয়ে বলছে– "হায় আফসোস! আমার জীবন ভর কপাল মন্দ যখন আমি বউ ছিলাম তখন আমার শাশুড়ী ভাল ছিল না, আর আমি যখন শাশুড়ী হলাম তখন আমার বউ খারাপ" যেন বউ তার শাশুড়ীর জন্য চোখের কাঁটা ছিল আর এ বউ যখন শাশুড়ী হল তখন সেও তার বউয়ের ক্ষেত্রে সমাজের রেওয়াজকেই ব্যবহার করেছে। বউ শাশুড়ীর ঝগড়ার বড় সমস্যাটা ছেলেদের ওপরই চাপে, তার সামনে থাকে একদিকে ইসলামের নির্দেশ এবং ইসলামে মায়ের মর্যাদা যার ভিত্তিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদের নাফরমানী হারাম করেছেন, সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে,"মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত" অন্য এক হাদীসে বাপকেও জান্নাতের দরজার সাথে তুলনা করা হয়েছে (ইবনে মাযা) অর্থাৎ পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করা বা তাদের নাফরমান হওয়া জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্য দিকে নব বিবাহিত যুবক তার নুতন স্ত্রী যে তার পিতা-মাতা ভাই বোনকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে অপরিচিত অবস্থায় আছে, এর উপর শাশুরী ও স্বামীর ভাই বোনদের সাথে ঝগড়ায় তার একা হয়ে যাওয়ায় তাকে রক্ষায় অলৌকীক ভাবেই স্বামীর মধ্যে একটা মোহাব্বত সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ছেলে যদি মায়ের কথা না শুনে তাহলেও সমস্য আবার স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য না রাখলেও সমস্যা, সমাজ জীবনের এ কঠিন পথটি সবাইকেই অতিক্রম

করতে হয়। কোন কোন সময় ঐ মা যে অনেক আগ্রহ করে বউকে ঘরে এনেছিল সেই অতিষ্ট হয়ে ছেলের নিকট বউয়ের ত্বালাক দাবী করে। এমতাবস্থায় স্বামী কি তার স্ত্রীকে ত্বালাক দিয়ে দিবে না অপেক্ষা করবে?

এ সমস্যার সমাধান তো প্রত্যেক ঘরের অবস্থার ওপর নির্ভর করে, তবে একটি কথা বলা যেতে পারে যে, ইসলাম দাম্পত্য জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীকে ত্বালাকের পন্থা বেছে নেয়া থেকে যেভাবে কঠোরতা আরোপ করেছে সে আলোকে বলা যায় যে, শুধু বউ শাশুরীর প্রচলিত ঝগড়ার কারণে স্ত্রীকে ত্বালাক দেয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমি (লেখক) আমার এ মত ব্যক্ত করার সাথে সাথে আমরা স্বামী স্ত্রীর এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে এ ত্রিমুখী (শাশুড়ী বউ ছেলে) সমস্যার সমাধান কল্পে সকলকে ইসলামী বিধান সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা পেশ করব, যার ওপর আমল করে বউ শাশুড়ীর ঝগড়া না মিটলেও অন্তত কমে আসবে।

প্রথমতঃ ছেলেদের এ বাস্তব সত্যটি কখনো ভুলা ঠিক হবে না যে, যে মা তাকে জন্ম দিয়েছে, তাকে লালন-পালন করেছে, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছে, তাকে তার শৈশবকাল থেকে যৌবন কালে এনেছে, এরপর বিয়ে করানোর স্বপ্ন দেখছে, তাকে নিজের আশার কেন্দ্রে পরিণত করেছে, এ মা মনের দিক থেকে কোনভাবেই চাইবে না যে তার ছেলের ভালবাসা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাক। ছেলের বিয়ের পরও মা ঐভাবেই ছেলের ভালবাসার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকতে চায় যেমন পূর্বে ছিল। এ চাওয়া পুরণ করা যতই কঠিন হোকনা কেন ছেলের উচিত মায়ের এ চাওয়াকে যথাযথ সম্মান করা এবং পারতপক্ষে মাকে একথা অনুভব করার সুযোগ দেয়া যাবে না যে, বাস্তবেই ছেলের ভালবাসা মা ও স্ত্রীর মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বউ শাশুড়ীর ঝগড়ার মাঝে যদিও স্ত্রী ন্যায়ের ওপর থাকে তবুও ছেলেকে মায়ের কথাবার্তার সময় চুপ থাকা উচিত, মায়ের সম্মানে নিজের দৃষ্টি নিচু রাখা চাই এবং মায়ের কঠিন আচরণের বিপরীতে ওহ! ও বলা যাবে না। এ আচরণ অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, এ ধরণের আচরণের ফলে আল্লাহ্ শুধু সমস্যাকে সমাধানে এবং পেরেশানকে চিন্তা মুক্তই করেন না বরং দুনিয়াতেই অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত করেন।

দ্বিতীয়তঃ এটাও সত্য যে বউ তার আত্মীয় স্বজনদেরকে ছেড়ে শুধু স্বামীর কারণেই তার ঘরে এসেছে, কিন্তু তাই বলে একথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, স্রষ্টার বেঁধে দেয়া নিয়ম এক বিরাট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার কাছ থেকে এ ত্যাগ দাবী করছে, আর তাহল একটি নুতন পরিবার সৃষ্টি এবং একটি নুতন ঘর তৈরী, আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাকে আরো অনেক ত্যাগ স্বীকার করে নিতে হয়। সে যেমন তার স্বামীর অনুগত্য সেবা সম্মান করাকে নিজের জন্য জরুরী মনে করে তেমনি ঐ স্বামীর পিত-মাতার সেবা

অনুগত্য ও সম্মান করাও তার জরুরী মনে করা উচিত। ঘরের বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (তিরমিযী)

শশুরালয়ের সুখে-দুঃখে নিজেকে অংশীদার করা উচিত, সুবিধা-অসুবিধার সময় ঐ ঘরের অনুকুলে থাকা উচিত। আগের যুগের লোকেরা নিজের কন্যাকে বিদায় দেয়ার সময় এ উপদেশ দিত যে, হে মেয়ে! যে ঘরে তোমার বর যাত্রা হচ্ছে সেখানেই তোমার মৃত্যু হওয়া দরকার।

এ উপদেশের অর্থ হল এই যে, বিয়ের পর নারী যে ঘরে যাবে তার উচিত নিজের সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ সব কিছুকে এ ঘরের সাথে সম্পৃক্ত করা। এ উপদেশ বাস্তবেই অত্যন্ত মূল্যবান, যা নারীর মাঝে সুখ দুঃখকে মেনে নেয়ার শক্তি সঞ্চার করে, নুতন ঘরে আগত নারীদের এ সত্য ভুলা ঠিক হবে না যে, বিনয় নম্রতা, একনিষ্ঠতা, সহযোগীতা ইত্যাদি সর্বদাই সুনাম অজর্নের মাধ্যম, আর অহংকার, গৌরব, আমিত্ব ইত্যাদি বদনাম, অপমান ও লাঞ্ছনার মাধ্যম।

তৃতীয়তঃ বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রতি উৎসাহী হওয়া, তাকে ভালবাসা, সাংসারিক বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করা, ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা করা এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়, যে নারী স্বামীর সংসারে প্রবেশের পর এ সমস্ত বিষয় গুলোকে বাস্তব সত্য মনে করে মেনে নেয়, সে অনেকটাই এসমস্ত ঝগড়া ঝাঁটি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে; কিন্তু যেসমস্ত পরিবারে স্বামী স্ত্রীকে একসাথে বসা ও কথা বলাকে খারাপ মনে করা হয় সে সমস্ত পরিবারে খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এর পর পিত-মাতার পক্ষ থেকে ধমক, বিভিন্ন ভাবে দোষারোপ করা শুরু হয়, যা একসময়ে কঠিন ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে, যথাসময়ে যদি তা উপযুক্ত সমাধান না করা যায়, তাহলে বিষয়টি ত্বালাক পর্যন্ত গড়ায়। এধরণের পরিবারের মাদেরকে একথা চিন্তা করা উচিত যে, যদি তাদের মেয়েদেরকে এধরণের সাধরাণ বিষয়ে ত্বালাক দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদের কেমন লাগবে, দুনিয়াতো বদলা নেয়ার স্থান, এ হাতে দেয়া ও হাতে নেয়, এ নিয়ম সর্বত্রই, এটা হতেই পারেনা যে, আজকের রাজা কাল ক্ষমতাচুত হবে না। ইসলামের দৃষ্টিতেও মাদের একথা স্মরণে রাখা দরকার যে, তার দাবী অনুযায়ী যদি বউকে ত্বালাক দেয়া হয়, তাহলে এর সমস্ত ফলাফল কিয়ামতের দিন মাকেই ভোগ করতে হবে। কেননা এ ত্বালাকের প্রতিক্রিয়া শুধু ঐ মেয়ের উপরই বর্তাবেনা বরং তার পিতা- মাতাও পেরেশান হবে। ভাল এটাই যে, বউয়ের অধিকার রক্ষা করা তার ভুল

ত্রুটি সমূহ এমনভাবে দেখা দরকার যেমন নিজের মেয়েদের ভুল ত্রুটিকে দেখা হয়ে থাকে। বউয়ের ভাল দিকগুলো এমনভাবে আলোচনা করা দরকার যেমন নিজের মেয়েদের গুণাবলী আলোচনা করা হয়। বউ শাশুড়ীর সমস্ত বিষয় গুলোকে যদি এভাবে দেখা হয় এবং নিজের হকের সাথে সাথে অপরের হকের দিকেও লক্ষ্য রাখা যায়, তাহলে কোন কারণ নেই যে তাদের মাঝের ঝগড়া কমবে না।

ত্বালাকের সুন্নাতী পদ্ধতি

বিয়ে ও তৃালাক যাকে কোরাআ'নে (হুদুদুল্লাহ্) আল্লাহ্র বেঁধে দেয়া নিয়ম বলা হয়েছে, সে নিয়ম কানুন সম্পর্কে অধিকাংশ লোকেই ওয়াকেফ হাল নয়। আর কেউ এব্যাপারে জানার দরকার মনে করেনা যতক্ষণ না তা জানতে বাধ্য হয়।

ত্বালাকের প্রয়োজন সর্বদাই ঝগড়া ঝাঁটির ফলেই হয়ে থাকে, যা দিন রাতের আরামকে হারাম করে দেয়। কিন্তু ত্বালাক সম্পর্কে অবগত নাথাকা এ সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলে, নিচে আমরা ত্বালাকের সুন্নাতী পদ্ধতি সহজ সরলভাবে সর্বসাধারণের নিকট স্পষ্ট করে তোলে ধরতে চেষ্টা করব।

ত্বালাকের পদ্ধতির পূর্বে ত্বালাক সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সর্বপ্রথম জেনে রাখুন।

ত্বালাকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

১- মাসিক চলাকালে ত্বালাক দেয়া নিষেধ। যদি মাসিক চলাকালে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়, আর স্বামী তাকে ত্বালাক দিতে চায় তবুও স্বামীকে তার মাসিক শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

২- যে তুহুর (মাসিক থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায়) ত্বালাক দিবে ঐ মাসে সহবাস করা নিষেধ, উল্লেখ্য মাসিক চলা কালে মাসিকের দিনগুলো ব্যতীত যে দিনগুলোতে নারী নামায আদায় করে সেদিনগুলোকে তুহুর(পবিত্রতার সময়) বলা হয়।

৩- এক সাথে এক ত্বালাক দিতে হবে এক সাথে তিন ত্বালাক নিষেধ।

৪- স্ত্রীকে পৃথক করার জন্য ত্বালাকের সর্বোচ্চ পরিমান তিন ত্বালাক, কিন্তু এক ত্বালাক দিয়ে স্ত্রীকে পৃথক রাখাই ইসলামের নির্ধারিত নিয়ম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্বালাকের প্রয়োজন এবং কখন তা দিতে হবে তার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৫- প্রথম ও দ্বিতীয় ত্বালাকের পর ইদ্দাত (মাসিক) পালনকালীন সময় স্ত্রী কে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করাকে ইসলামের পরিভাষায় রুজু বলা হয়। এধরণের ত্বালাককে রাজয়ী ত্বালাক (ফিরিয়ে নেয়া) বলা হয়। উল্লেখ্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস জরুরী নয় বরং মৌখিক সম্মতিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

৬- প্রথম ও দ্বিতীয় ত্বালাকের পর ইদ্দাত (মাসিক)পালন করার রহস্য হল এই যে, যদি স্বামী ঐ সময়ে ত্বালাকের ফায়সালা পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে এ সময়ের মধ্যে যেকোন সময় তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে, এজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ত্বালাককে রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) ত্বালাক বলা হয়। তৃতীয় ত্বালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার আর কোন সুযোগ থাকে না। বরং ত্বালাক দেয়ার সাথে সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই তৃতীয় ত্বালাককে ত্বালাক বায়েন (স্পষ্ট ত্বালাক) বলা হয়। তৃতীয় ত্বালাকের পর ইদ্দাত পালনের উদ্দেশ্য হল পূর্ব স্বামীর সাথে সম্পর্কের প্রতি সম্মান পূর্বক দ্বিতীয় বিয়েতে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকা।

৭- প্রথম ও দ্বিতীয় ত্বালাকের পর ইদ্দাত পালন কালে ফেরত নেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই, স্ত্রী চাক বা না চাক স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে ফেরত নিতে পারবে।

৮- ফেরত যোগ্য ত্বালাক (প্রথম ও দ্বিতীয়) এর ইদ্দাত চলা কালে স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর ঘরেই পৃথক বিছানায় রাখতে হবে এবং তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে।

৯- একা ধারে তিন ত্বালাক অর্থাৎ প্রতি মাসে এক ত্বালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী কাজ।

*** নিচে ত্বালাকের বৈধ পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ কার হলঃ**

১- প্রথম ত্বালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া।

২- দ্বিতীয় ত্বালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া।

৩- তৃতীয় ত্বালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া।

ক) প্রথম ত্বালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াঃ

এক ত্বালাকের পর পৃথক করে দেয়ার উদহারণ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিয়ের পর প্রথম বার মতবিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যার সমাধান ছিল ত্বালাক । আর স্বামী তার স্ত্রীকে মাসিকের পর সহবাস না করে প্রথম ত্বালাক দিয়ে দিবে, এ ইদ্দাত (তিন মাস সময়) অতিক্রম কালে স্ত্রীকে ফেরতও নেয় নাই, তাহলে ইদ্দাত শেষ হওয়া মাত্রই স্বামী স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্বালাকের প্রয়োজন থাকবে

না। ইদ্দাত (মিয়াদ অতিক্রমকালে) স্ত্রীকে নিজের ঘরে পৃথক বিছানায় রাখা এবং তার ব্যয় ভার বহন করা জরুরী। এক ত্বালাকের মাধ্যমে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফায়দা হল এইযে, স্বামী স্ত্রী ভবিষ্যতে কখনো দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চাইলে নির্দিধায় তারা বিয়ে করতে পারবে।

এক ত্বালাকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আরো স্পষ্ট বর্ণনা নিম্ন রূপঃ

মাসিকের পর,পবিত্র অবস্থায় প্রথম ত্বালাক,"মাসিক,পবিত্র","মাসিক,পবিত্র,"মাসিক, মাসিক শেষ হওয়ামাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

প্রথম মাসে,	দ্বিতীয় মাসেও	তৃতীয়মাসেও
(ফেরত নেয় নাই,)	(ফেরত নেয় নাই)	(ফেরত নেয় নাই)

উল্লেখ্যঃ তৃতীয় মাসিকের পর মহিলা দ্বিতীয় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে হতে পারবে, চাই তা প্রথম স্বামীর সাথেই হোক বা অন্য করোর সাথে।

খ) দুই ত্বালাকের পর পৃথকীকরণঃ দুই ত্বালাকের পর পৃথকীকরণের পদ্ধতি হল এইযে, বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর মাঝে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া যে ত্বালাকেই এর সামাধান, যদি স্বামী নিয়ম অনুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় সহবাস ব্যতীত প্রথম ত্বালাক দিয়ে দেয় এবং মেয়াদ চলা কালে (তিন মাসের মাঝে) যে কোন সময় ফেরত নিয়ে নেয় । উল্লেখ্য ত্বালাক দিয়ে ফেরত স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নেয়ার অর্থ এনয় যে, ভবিষ্যতে ঐ ত্বালাক গণিত হবে না, বরং ভবিষ্যতে যখনই এস্বামী এস্ত্রীকে ত্বালাক দিতে চাইবে তা দ্বিতীয় ত্বালাক হিসেবে গণ্য হবে। প্রথম ত্বালাক হিসেবে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয় তালাকঃ প্রথম ত্বালাকের পর ফেরত নেয়ার পর যেকোন সময় (চাই তা কিছু দিন বা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বা কয়েক বছর) পরে হোকনা কেন, যদি তাদের মাঝে কোন মতানৈক্য হয় এবং তা ত্বালাকের পর্যায়ে পৌঁছে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্রতার সময় সহবাস ব্যতীত দ্বিতীয় ত্বালাক দিয়ে দেয়, এদ্বিতীয় ত্বালাকের পর ইসলাম স্বামীকে অধিকার দিয়েছে যে, মেয়াদ চলাকালে (তিন মাসের মধ্যে) ফেরত নেয়া। তাই এ দ্বিতীয় ত্বালাককেও রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) ত্বালাক বলা হয়। স্বামী মেয়াদ চলা কালে (তিন মাসের মধ্যে যদি ফেরত না নেয়) তাহলে তিন পবিত্রতা (পবিত্র অবস্থায় তিন মাস) বা তিন মাসিকের পর স্বামী স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্ক ছিন্ন যেহেতু দ্বিতীয় ত্বালাকের পর হয়েছে তাই এ ছেলে

এবং মেয়ে পরবর্তী যে কোন সময় যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে দিধাহীন ভাবে তার তা করতে পারবে। দ্বিতীয় ত্বালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার স্পষ্ট রূপ নিন্ম রূপঃ

মাসিকের পর,পবিত্র অবস্থায় প্রথম ত্বালাক,"মাসিক,পবিত্র","মাসিক,পবিত্র,"মাসিক, মাসিক শেষ হওয়ামাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

প্রথম মাসে,	দ্বিতীয় মাসেও	তৃতীয়মাসেও
(ফেরত নেয় নাই,)	(ফেরত নেয় নাই)	(ফেরত নেয় নাই)

ফেরত যোগ্য দ্বিতীয় ত্বালাকের মেয়াদ তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মহিলা দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইলে করতে পারবে, চাই তা প্রথম স্বামীর সাথে হোক বা অন্য কারোর সাথে ।

(গ) তৃতীয় ত্বালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার বৈধ পদ্ধতিঃ

প্রথম ত্বালাকঃ স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিয়ের পর প্রথমবার যেমন ১৯৫০ সালে কোন মতবিরোধ হল যা শেষ পর্যন্ত ত্বালাকের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে ছিল এবং স্বামী নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীকে মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় সহবাস না করে প্রথম ফেরত যোগ্য ত্বালাক দিল, আর এমেয়াদ চলা কালে তিন মাসিক বা তিন পবিত্র থাকার মেয়াদের যেকোন সময় ফেরত নিয়ে নিল, স্বামী স্ত্রী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে লাগল, প্রথম ফেরত যোগ্য ত্বালাকের পর, ফেরত নেয়ার কিছু দিন বা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর যেমন ১৯৫৩ সালে উভয়ের মাঝে আবার গন্ডগোল হল এবং তা ত্বালাকের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছল এবং স্বামী নিয়ম অনুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয় ফেরত যোগ্য ত্বালাক দিয়ে দিল এবং তিন মাসিক বা তিন পবিত্রতার মেয়াদের যেকোন সময় ফেরত নিয়ে নিল, স্বামী স্ত্রী আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে লাগল, কিন্তু কিছু দিন পর যেমন কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর ১৯৬০ সালে উভয়ের মাঝে তৃতীয় বার গন্ডগোল হল এবং তা ত্বালাকের পর্যায়ে পৌঁছে গেল, স্বামী নিয়ম অনুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্রতার মেয়াদে সহবাস না করে তৃতীয় ত্বালাক দিয়ে দিল, তৃতীয় ত্বালাক দেয়া মাত্রই স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, উল্লেখ্য স্বামীর যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ত্বালাকের পর মেয়াদ চলা কালে ফেরত নেয়ার স্বাধীনতা থাকে এমনিভাবে তৃতীয় ত্বালাকের পর এ স্বাধীনতা থাকবে না। এজন্য প্রথম দু'ত্বালাককে ফেরত যোগ্য ত্বালাক এবং তৃতীয় ত্বালাককে বায়েন (সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ত্বালাক) বলা হয়।

বলা হয়ে থাকে যে তৃতীয় ত্বালাকের পরও নারীকে তিন মাসিক বা তিন পবিত্রতার মেয়াদ পালনের নির্দেশ আছে, এ মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

উল্লেখ্যঃ তৃতীয় ত্বালাক (সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ত্বালাক) এর পর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া নারী পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তা সম্ভব নয়, তবে যদি নরী তার স্বাধীনতা অনুযায়ী অন্য কোন পুরুষের সাথে সুখের জীবন গড়ার নিয়তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উভয়ের মাঝে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠার পর কোন সময় যদি এ দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় বা কোন কারণে সে ইচছা করে ত্বালাক দিয়ে দেয়, তাহলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এ ত্বালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চাইলে তা করতে পারবে। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা বাক্বারাঃ ২৩০)

তিন ত্বালাকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনা নিম্নরূপঃ

মাসিকের পর,পবিত্র অবস্থায় প্রথম ত্বালাক,"মাসিক,পবিত্র","মাসিক,পবিত্র,"মাসিক, মাসিক শেষ হওয়ামাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৯৫০ইং	প্রথম মাসে,	দ্বিতীয় মাসেও	তৃতীয়মাসেও
	(ফেরত নেয় নাই,)	(ফেরত নেয় নাই)	(ফেরত নেয় নাই)

মাসিকের পর, পবিত্র অবস্থায় প্রথম ত্বালাক, "মাসিক,পবিত্র", "মাসিক, পবিত্র" মাসিক, মাসিক শেষ হওয়ামাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৯৫৩ইং	প্রথম মাসে,	দ্বিতীয় মাসেও	তৃতীয়মাসেও
	(ফেরত নেয় নাই,)		(ফেরত নেয় নাই)
	(ফেরত নেয় নাই)		

(১৯৬০ইং) মাসিক শেষে পবিত্র অবস্থায় তৃতীয় ত্বালাক সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু মহিলা এরপর তিন মাস মেয়াদ পালন করবে।

খোলা ত্বালাক

ইসলাম যেমন পুরুষকে সমস্যা হলে স্ত্রীকে ত্বালক দেয়ার বিধান রেখেছে, এমনিভাবে নারীকেও সমস্যার সময় পুরুষের কাছ্ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে খোলা ত্বালাকের ব্যবস্থা রেখেছে। খোলা ত্বালাকের জন্য ইসলাম স্বামীকে এ অধিকারও দিয়েছে যে, স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময় নেয়ার বিধান রেখেছে, যা পরিমাণের দিক থেকে মোহরের সমান হবে।

সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকট এসে বললঃহে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি সাবেত বিন কায়েসের দ্বীনদারী ও চরিত্রে কোন ভুল ধরছি না তবে স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া আমার পছন্দ নয়, তাই আমাকে খোলা ত্বালাকের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন সাবেত বিন কায়েস তোমাকে মোহর হিসেবে যে বাগান দিয়ে ছিল তাকি ফেরত দিতে তুমি প্রস্তুত আছ? মহিলা বললঃ হাঁ হে আল্লার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবেত বিন কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহুকে)নির্দেশ দিলেন তুমি তোমার বাগান ফিরিয়ে নাও এবং তাকে ত্বালাক দিয়ে দাও। (বোখারী)

উল্লেখিত হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামী স্ত্রী নিজেরা যদি খোলা ত্বালাকের ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে নারী ইসলামী আদালতের স্মরণাপন্ন হতে পারে। আর আদালতের শরীয়ত সম্মতভাবে এঅধিকার আছে যে, সে ঐ নারীকে তার স্বামীর কাছ্ থেকে খোলা ত্বালাকের ব্যবস্থা করে দিবে।

উল্লেখ্যঃ ইসলামী বিষয়ে কাফের বিচারক বা কুফরী আদালতের ফায়সালা গ্রহণ যোগ্য নয়। এমন দেশ বা এমন স্থান যেখানে ইসলামী আদালতের ব্যবস্থা নেই সেখানে (ত্বালাকের ব্যাপারে আলেমদের কোন জামাত বা সাধারণ দ্বীনদার মুসলমানদের পঞ্চায়েত ভিত্তিক ফায়সালা গ্রহণ যোগ্য)।

খোলা ত্বালাকে ইদ্দত এক মাস। এরপর মহিলা যেখানে খুশী সেখানে বিয়ে করতে পারবে।

এক সাথে তিন ত্বালাক

বিয়ের পর উভয় পক্ষই যথাসম্ভব একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকার চেষ্টা করে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া ঝাঁটিতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, বিবেকবান স্বামী স্ত্রী একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন পরিস্থিতি মতবিরোধ অতিক্রম করে শত্রুতা, প্রতিশোধ পরায়নতায় পৌঁছে যায়, তখন পরিস্থিতি ত্বালাক পর্যন্ত গড়ায়। ত্বালাকের বিষয়ে চিন্ত ভাবনা করা ধৈর্যধারণ করার মত লোকের পরিমাণ খুবই কম, আর এবিষয়ে ইসলামী বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার মত লোকের পরিমাণ তো আরো অনেক কম। অধিকংশ লোক ঝগড়া ঝাঁটির সময়েই এধরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। আর ইসলামী বিধান সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে একেই সাথে তিন বা তার অধিক ত্বালাকও দিয়ে থাকে, যা শুধু ইসলাম বিরোধিই নয় বরং বড়ধরণের পাপের কাজও বটে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লামের) যুগে এক লোক তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন ত্বালাক দিয়ে ছিল, এসংবাদ জানতে পেরে তিনি রেগে গিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ আমার উপস্থিতিতেই আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে ঠাট্টা চলছে, এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি কি তাকে কতল করব? (নাসায়ী)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লামের) বাণী থেকে একথা বুঝা মোটেও কষ্ট কর নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া কত বড় পাপ, তার কারণ এইযে, ইসলাম বংশধারা ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য যে হিকমত ও কল্যাণ কামনা করে এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া শুধু ঐ উদ্দেশ্যই নস্যাৎ করে না বরং সরা সরি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) এর নির্দেশের নাফরমানীও করা হয়। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) তিন ত্বালাক দাতা ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টির পর এক সাথে তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক না ধরে এক ত্বালাক ধরে উম্মতকে বড় ধরণের ফিতনা থেকে রক্ষা করেছেন। আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে, এর পর আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে এবং ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত এক সাথে তিন ত্বালাক দিলে তাকে এক ত্বালাকই ধরা হত, এর পর ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ লোকেরা তাড়াহুড়া শুরু করেছে, তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়ে ছিল, অতএব তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক ধরাই উত্তম। (মুসলিম,কিতাবুত্বালাক)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত এবং খোলাফা রাশেদীনদের দু'জনের কর্ম পদ্ধতি থেকে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ স্পষ্ট হয়।

(ক) এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে একটি বড় পাপ।

(খ) এক সাথে তিন ত্বালাক দাতাকে পাপী নির্ধারণ করা সত্বেও ইসলাম অবশিষ্ট ত্বালাকদ্বয়ের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে নাই বরং তিন ত্বালাককে এক ত্বালাকই গণ্য করেছে।

(গ) ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকদেরকে এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য সাজা হিসেবে এক সাথে তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাকই গণ্য করেছেন। তবে এটি ছিল ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইজতেহাদ (নিজস্ব গবেষণা লব্ধ রায়)। এটা ইসলামের ভিন্ন কোন বিধান ছিল না।

কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্ ত্বালাকের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (سورة الطلاق :١)

অর্থঃ "তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে ত্বালাক দিবে, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের (মাসিকের মেয়াদের) প্রতি লক্ষ্য রেখে ত্বালাক দিবে"। (সূরা ত্বালাকঃ ১)

অর্থাৎঃ এক ত্বালাক দেয়ার পর যে ইদ্দত এক মাসিক নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূর্ণ কর, এর পর দ্বিতীয় ত্বালাক দাও এমনিভাবে দ্বিতীয় ত্বালাকের ইদ্দত (মেয়াদ) অতিবাহিত হওয়ার পর তৃতীয় ত্বালাক দাও। যে ব্যক্তি এক সাথে তিন ত্বালাক দেয় সে মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্বালাকের মেয়াদ পূর্ণ না করেই ত্বালাক দিয়ে দিল। অথচ প্রথম ত্বালাকের পর ফেরত নেয়া বা তিন মাস অপেক্ষা করা জরুরী ছিল। তাই এক সাথে তিন ত্বালাক দিলে এক ত্বালাক তো হয়ে যায় কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্বালাক সময় না হওয়ার পূর্বে দেয়ার কারণে তা কার্যকর হয় না। এর উদহারণ ঠিক নামাযের মত যেমন নামাযের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (سورة النساء: ١٠٣)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই নামায মোমেনদের ওপর নিদৃষ্ট সময়ে নির্ধারিত হয়েছে।" (সূরা নিসাঃ ১০৩)

অর্থাৎঃ ফজরের নামায ফজরের সময়, জোহরের নামায জোহরের সময়, আসরের নামায আসরের সময়, মাগরীবের নামায মগরীবের সময়, এশার নামায এশার সময় আদায় করা ফরজ, যদি কোন ব্যক্তি ফজরের সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করে নেয় তাহলে তার নামায কি আদায় হবে? ফযরের নামায তো আদায় হবে কেননা তা সময় মত

পড়া হয়েছে, কিন্তু জোহরের নামায যতক্ষণ তার সময় নাহবে বা আসরের নামায যতক্ষণ আসরের সময় না হবে, মাগরীবের নামায যতক্ষণ মাগরীবের সময় না হবে এবং এশার নামায যদি এশার সময়ে আদায় না করা হয় তাহলে তা হবে না। অতএব ফজরের সময় সমস্ত নামায একসাথে আদায় করা সত্বেও নিজ নিজ সময়ে ঐ সমস্ত নামায আবার আদায় করতে হবে, এমনি ভাবে যে ব্যক্তি এক সাথে তিন ত্বালাক দেয় তার প্রথম ত্বালাক তো হয়ে যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্বালাকের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম নির্ধারিত নিয়ম পূর্ণ না হবে ততক্ষণ তা কর্যকর হবে না।

উল্লেখ্যঃ সাতটি মুসলিম দেশ তার মধ্যে মিশর, সুদান, জর্ডান, মরক্ক, ইরাক, সিরিয়া ও পাকিস্তানে এক মজলিসে তিন ত্বালাক দিলে তাকে এক ত্বালাকই গণ্য করা হয়। কোন কোন আলেমদের মতে এক সাথে তিন ত্বালাক দিলে তিন ত্বালকই গণ্য হয়, কিন্তু আমাদের নিকট নিম্নোক্ত উত্তরের ভিত্তিতে এমত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিবেচনার ব্যাপার রয়েছে।

১- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় তিন ত্বালককে এক ত্বালাক হিসেবেই গণ্য করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের বিপরীতে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইজতেহাদ (নিজস্ব গবেষণা লব্ধ রায়) দলীল হতে পারে না।

আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (سورة الحجرات : ١)

অর্থঃ "হে মুমেনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না।" (সূরা হুজরাতঃ ১)

২- ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, হাদীস অনুযায়ী, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) শাসনামল এবং ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) শাসনামলের প্রথম দু'বছর এ বিষয়ে সাহাবাগণের ইজমা (ঐক্যমত ছিল)।

৩- ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ইজতেহাদ(নিজস্ব গবেষণা লব্ধ রায়) এর পর কখনো এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়াকে তিন ত্বালাক হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত ছিল না। সাহাবা, তাবেয়ীন, ও ইমামগণও এ বিষয়ে ইখতেলাফ (মতবেদ) করেছেন। পূর্বে উল্লেখিত সাতটি দেশে তিন ত্বালাককে এক ত্বালাক গণ্য করার বিধানও একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

৪ - কোন কোন আলেম ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকদের আমানতের খিয়ানত কম হত না, তাই তিন ত্বালকের ঘোষণাকে ধরে নেয়া হত যে, তার নিয়ত এক ত্বালাকেরই ছিল, আর বাকী দু'ত্বালাক ছিল শুধু প্রথমটিকে সুদৃঢ় করার জন্য। কিন্তু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুভব করলেন যে এখন লোকেরা ত্বালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে বাহানা করতেছে তাই তিনি কোন বাহানা গ্রহণ করতে নারাজ হলেন।

এ অপব্যাখ্যা আমাদের নিকট অত্যন্ত বিপদজনক এজন্য যে সর্বোত্তম যুগের ব্যাপারে একটি ফিকহী মাসআলার কারণে একথা মেনে নেয়া যে সর্বোত্তযুগে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগেই লোকদের সত্যতা ধর্মভিরুতা, কমে গিয়ে ছিল, বা কমতে শুরু করে ছিল বা অন্যান্য ফিতনার দুয়ার খুলে গিয়ে ছিল, আমাদের নিকট সাহাবাদের ব্যাপারে খিয়ানতের অপবাদ দেয়ার চেয়ে এটি অনেক ভাল যে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের হাদীস হুবাহু মেনে নেয়া।

৫- উল্লেখিত হাদীসে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর এক সাথে তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক হিসেবে গণ্য করার বৈধতাকে লোকদের এবিষয়ে তাড়া হুড়ার কারণ বলা হয়েছে, কিন্তু লোকেরা এটা ভুল বুঝেছে একথা বলা হয় নাই। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পেশ কৃত বৈধতাকে রেখে নিজের পক্ষ থেকে বৈধতার প্রচলন করে দিয়ে তা ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি সম্পৃক্ত করা ধর্মভিরুতার বরখেলাফ।

৬ - এক সাথে তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক হিসেবে মেনে নেয়ার পর যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয় তাতে স্পষ্ট হয় যে, এক সাথে তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক হিসেবে গণ্য করা কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু তা কোন স্থায়ী বিধান হতে পারে না, আর তা এজন্য যে,

প্রথমতঃ ঐ লোক ঐ সুযোগ থেকে পরিপূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে যা ইসলাম তাকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ত্বালাকের পর উভয় পক্ষ যখন আফসোস করতে থাকে তখন দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দোষ নারীকে হালালার রাস্তায় যেতে বাধ্য করা হয়, এর সাথে ইসলামী সংস্কৃতির মোটেও কোন সম্পর্ক নেই।

উল্লেখিত দলীলের ভিত্তিতে আমরা বুঝতেছি যে, দলীল ও যুক্তি উভয় দিক থেকে এক সাথে তিন ত্বালাককে এক ত্বালাক হিসেবে গণ্য করাই ইসলামের সঠিক নিদের্শ। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

একথা মোটেও ভুলা ঠিক হবে না যে, এক সাথে তিন ত্বালাক দিলে তিন ত্বালাক হবে না এক ত্বালাক, এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ছাড়াও এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া একটি বড় পাপও বটে। এতে শুধু রাসূলের সুন্নাতেরই বরখেলাফ হচ্ছে না বরং ঐ সমস্ত কল্যাণকর দিক গুলো থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে যা ইসলাম পৃথক পৃথক তিন ত্বালাকের মধ্যে রেখেছে। এজন্য ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক সাথে তিন ত্বালাককে শুধু তিন ত্বালাক হিসেবেই গণ্য করেন নাই বরং একাজ যে করত তাকে শারিরীক শাস্তিও তিনি দিতেন। তাই এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল এক সাথে তিন ত্বালাকের অন্যায়টি স্পষ্ট করা এবং এ পাপের রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করা, তাই ওলামা ও ফকীহগণের উচিত ইসলামের অন্যান্য বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে এক সাথে তিন ত্বালাক দাতার জন্য কোন উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা রাখা এবং সুন্নাত বিরোধী এ ভায়নক ত্বালাকের রাস্তা বন্ধ করা।

কোরআ'ন মাজীদের সূরা বাক্বারার ২৩০নং আয়াতের সার সংক্ষেপ এই যে, কোন লোক তার স্ত্রীকে পৃথক পৃথক সময়ে তিন ত্বালাক দেয়ার পর সে দ্বিতীয় বার ঐ নারীকে বিয়ে করতে পারবে না, তবে যদি ঐ নারী তার স্বইচ্ছায় অন্য কোন পুরুষের সাথে সংসার গড়ার আশায় বিয়ে করে, এর পর উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে, এবং দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে এ স্ত্রীকে তার স্বাধীনতা অনুযায়ী ত্বালাক দিয়ে দেয়, বা মৃত্যবরণ করে এর পর এ মহিলা তার ইদ্দত অতিবাহিত করার পর যদি পূর্বের স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে হতে পারবে। উল্লেখিত আয়াতের আলোকে কিছু হালালা বাজ আলেম তিন ত্বালাক প্রাপ্তা মহিলকে তার পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়ার জন্য হালালার ব্যবস্থা করেছে, আর তা এভাবে যে, ঐ ত্বালাক প্রাপ্তা মহিলাকে কোন পুরুষের সাথে এক বা দু'দিনের জন্য চুক্তি ভিত্তিক বিয়ে দিয়ে এক বা দু'দিন পর ত্বালাকের ব্যবস্থা করে , যাতে করে পূর্বের স্বামী তাকে বিয়ে করতে পারে।

নারীকে তার পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল করার এ পদ্ধতিকে হালালা বলা হয়। যে ব্যক্তি এ পন্থা বের করে দেয় তাকে মোহাল্লেল বলা হয়, আর যার জন্য এ রাস্তা বের করা হয়, তাকে মোহাল্লেল লাহু বলা হয়।

কোরআ'ন মাজীদের নিদের্শ আর হালার মধ্যে পার্থক্য নিচের ছক থেকে স্পষ্ট হবেঃ

ক্রমিক	ইসলামের বিধান	সুন্নাতী বিয়ে	হালালা বিয়ে
১	নিয়ত	জীবন ভর সংসার গড়ার আশা	এক বা দু'দিন পর ত্বালাকের নিয়তে
২	উদ্দেশ্য	সন্তান লাভ করা	অপর পুরুষের জন্য নারীকে বৈধ করা
৩	নারীর অনুমতি ও সন্তুষ্টি	ওয়াজিব	অনুমতি নেয়া হয় কিন্তু সন্তুষ্ট চিত্ত্বে নয়
৪	একে অপরের জন্য উপযোগী হওয়া	ধার্মিকতা, বংশ, সম্পদ, চরিত্র, সুন্দৌর্য সবকিছুই লক্ষ্যনীয়	এর কোন কিছুই লক্ষ্যনীয় নয়
৫	মোহর	আদায় করা ফরয	নির্ধারণও করা হয়না আদায়ও করা হয়না
৬	প্রচার	প্রচার করা ইসলাম সম্মত	গোপনভাবে করা হয়
৭	ওলীমা	আনন্দের সাথে দাওয়াত দেয়া হয়	ওলীমা করা হয়না
৮	উঠিয়ে দেয়া	সম্মান ও সান্তভাবে উঠিয়ে দেয়া হয়	স্ত্রী নিজে হালালাকারীর নিকট যায়
৯	প্রস্তুতি	পিতা-মাতা তাদের তাওফিক অনুযায়ী কনেকে প্রস্তুত করে	প্রস্তুতির কল্পনাও করা যায় না
১০	স্বামী স্ত্রীর মূল্যবোধ	ভালবাসা ও আনন্দপূর্ণ	ঘৃণা ও অপমানজনক পরিবেশ
১১	আত্মীয় স্বজনদের কল্যাণ কামনা	সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা তাদের কল্যাণের জন্য দুয়া করে	সর্বদিক থেকে ধিক্কার

১২	বর কনের সংসার গড়ার চেতনা	বরকনে আনন্দ উপভোগ করে	বরকনের কল্পনাই হয়না
১৩	বাসর রাতের গুরুত্ব	শশুরালয়ে যথেষ্ট আনন্দ হয়	শশুরালয়ই থাকে না
১৪	বাসর রাত স্বামী স্ত্রীর জন্য একটি উপহার	স্বামী আনন্দে এ দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে	হালালাকারী এরাত উপলক্ষ্যে কিছুই খরচ করে না
১৫	ব্যয়ভার বহন	এটা স্বামীর দায়িত্বে থাকে	হালালাকারী এর বিনিময় নেয়

সুন্নাতী বিয়ে ও হালালা বিয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট, বিয়ের মাধ্যমে সুন্নাতের অনুসরণ করা হয়, আর হালালার মাধ্যমে সুন্নাতের বিরোধিতা করা হয়,বিয়ে সরাসারি শান্তি ও ভালবাসার বন্ধন, আর হালালা সরাসরি অভিসম্পাত, বিয়ে সম্মান ও মর্যাদাহানি থেকে রক্ষার উপায়, আর হালালা সরাসরি ব্যভিচার, এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) হালালার রাস্তা বের কারীকে ভাড়া দাতা বলেছেন। (ইবনু মাযা)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি হালালা করে এবং যার জন্য তা করানো হয় উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত (তিরমিযী)

হালালা হারাম হওয়াতো রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস থেকে স্পষ্ট এর পরও যারা এটাকে বৈধ্য করা জন্য চেষ্টা চালায়, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা দরকার যে যদি হালালা বৈধ হয় তাহলে শিয়াদের মোতা বিয়ে অবৈধ হবে কেন? উভয়টিতেই নিদৃষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে হয়, এর পর উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্নও পূর্বের চুক্তি অনুপাতে হয়, এ উভয়ের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য আছে কি? মদের নাম দুধ রাখলেই কি মদ হালাল হয়ে যায়?

ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর খেলাফত কালে লোকদেরকে এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য শুধু এক সাথের তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক হিসেবে গণ্য করাকেই কার্যকর করেন নাই বরং এর সাথে হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করার নিয়মও চালু করে ছিলেন, এ উভয় আইন এক সাথে চালু করার কারণ ছিল এ বিষয়ে লোকদের তাড়াহুড়া বন্ধ করা।

তিন ত্বালাক দাতা এক দিকে নিজের তাড়াহুড়ার কারণে জীবন ব্যাপী লজ্জার অশ্রু ঝড়াতে থাকে, অপর দিকে হালালার ন্যায় অভিশপ্ত কাজের কল্পনা তার শরীরের পশম দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, এক সাথে তিন ত্বালাকের অন্যায়কে দমন করার জন্য এর চেয়ে বড় সাজা সম্ভব ছিল না।

আমরা ঐসমস্ত লোকদের দৌরত্ব দেখে আশ্চার্য হই যারা ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রথম আইনটি যে, এক সাথের তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক গণ্য করার ফতোয়া তো দিয়েই থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় আইন হালালাকারীকে পাথর মেরে মৃত্যু দন্ড দেয়া শুধু গোপনই করে না বরং উল্টো ঐ অভিশপ্ত এবং হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে রাস্তা দেখায়।

হালালার একটি বেদনা ও দুঃখজনক দিক হল এইযে, তিন ত্বালাক দেয়ার অন্যায়তো পুরুষরা করে কিন্তু এর শাস্তি ভোগ করতে হয় নারীদেরকে।

প্রথমতঃ করে একে আর ভোগে অপরে, এঅন্ধ নীতি ইসলাম বিরোধী নীতি, কোরআ'নের স্পষ্ট ঘোষণা

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (سورة الأنعام : ١٦٤)

অর্থঃ "একের পাপের বোঝা অপরে বহন করবে না।"

দ্বিতীয়তঃ পুরুষের এ বোকামীর যে বোঝা নারীকে বহন করতে হয় তা কোন আত্ম মর্যাদাপূর্ণ পুরুষ সহ্য করতে পারে না, আর না কোন আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী তা মানতে পারে। তাহলে কি এ আত্মমর্যাদা বোধহীন নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন, যিনি সর্বাধিক আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন? না তাঁর রাসূল এ নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি আল্লাহ্র সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশি অত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন?

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الأعراف: ٢٨)

অর্থঃ "বল আল্লাহ্ অশ্লীল ও লজ্জাজনক কাজের নির্দেশ দেন না, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব কথা বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।" (সূরা আ'রাফঃ ২৮)

ইসলাম ইনসাফের ধর্ম

সামাজিক জীবনে বিয়ে ও ত্বালাক একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। অন্যান্য ধর্মে অন্যান্য বিষয়সমূহের ন্যায় বিয়ে ও ত্বালাকের বিষয়েও অতিরিক্ত ও অতিরঞ্জন পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টানদের একটা সময় ছিল যখন আইন ও ধর্মীয় দিক থেকে ত্বালাকের অনুমতি ছিল না, ঘরে নারী পুরুষের জীবন যতই অশান্তিময় হোকনা কেন স্বামীকে ত্বালাক দেয়ার কোন নিয়ম ছিল না, আর না নারী সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কোন সুযোগ পেত, এ সমস্ত কঠোরত ঈসা (আঃ)-এর ঐ কাথার কারণে ছিল "যার বন্ধন আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দিয়েছে, মানুষ তা ছিন্ন করতে পারবে না।" (মাতা-৬:১৯)

যার অর্থ ছিল ত্বালাক প্রথা বন্ধ করা। যেমন ইসলামেও ত্বালাককে বড় পাপ বলা হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টানরা ধর্মীয় ব্যাপারে যে অতিরঞ্জন করত তার ভিত্তিতে ঈসা (আঃ) এর এ বাণী ত্বালাককে পরিপূর্ণভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে। স্বামী স্ত্রীর একত্রে জীবন যাপনের কোন রাস্তাই যদি বাকী না থাকে, তাহলে শেষ অবলম্বন হিসেবে খৃষ্টানদের নিয়ম ছিল এই যে, নারী পুরুষ একে অপরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে, কিন্তু এর পর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। এ নিয়মের ভিত্তি ইঞ্জীলে এ নিয়ম ছিল যে,"যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারামে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদি ত্বালাক দিয়ে দেয়, এর পর সে দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সে ব্যভীচার করল।" (মাত্তাঃ ১৯:৯)

এ নিয়ম যদিও ত্বালাকের পথ বন্ধ করার জন্যই ছিল কিন্তু এর ভুল ব্যাখ্যা করে খৃষ্টান পাদরীরা এর পূর্ববর্তী নিয়মের চেয়েও অধিক খারাপ করে দিয়ে ছিল, এ নিয়মের অর্থ ছিল এই যে, নারী পুরুষ উভয়ে আজীবন বৈরাগ্যতা গ্রহণ করবে বা ব্যভিচার ও অন্যান্য খারাপ কাজের রাস্তা বেছে নিবে, কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে তাদের জন্য কঠোরভাবে নিষেধ ছিল।

পরবর্তী কালে খৃষ্টানদের এ নিয়ম পরিবর্তন হয়ে পূর্বের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরিত হয়ে গেছে।

প্রথমতঃ যেখানে শুধু পুরুষই নয় বরং নারীকেও ত্বালাকের ব্যাপারে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে ত্বালাক দেয়া এবং পরবর্তী সাথী গ্রহণ করে তার সাথে জীবন গড়া এত সহজ ছিল যেমন পোশাক পরিবর্তন করা সহজ।

এক তথ্য অনুযায়ী বৃটেনে গত তিন বছরে ত্বালাকের পরিমাণ ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সুইডেনে অর্ধেক বিয়ের বন্ধনই টিকে থাকে না, ফিনল্যান্ডে ত্বালাকের পরিমাণ শতকরা ৫৮% ,[2]

আমেরিকার আদম শুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে প্রতি দিন ৭ হাজার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে ৩৩৫০ বিয়ে ত্বালাক হয়ে যায়।[3]

এ ধারাবাহিকতায় আমাদের পার্শ্ববতী দেশ ভারতের হিন্দু ধর্মে বিবাহ ও ত্বালাক পদ্ধতিতেও এক বার দৃষ্টি দেয়া যাক :

বিবাহ পদ্ধতি

হিন্দু ধর্মে ৮ প্রকার বিয়ে আছে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এ সর্বপ্রকার বিয়েই বৈধ।

১- **ব্রাহ্মণ বিয়েঃ** কোন মেয়েকে পরি পাটিহীন ভাবে বিয়ে দেয়া।

২- **প্রজায়েত বিয়েঃ** বর-কনে একত্রিত হয়ে পবিত্র চিত্রাবলি ধারণ করা।

৩- **আর্য বিয়েঃ** কোন কুমারী কন্যাকে দু'টি গাভীর বিনিময়ে বিয়ে দেয়া।

৪- **দেবী বিয়েঃ** কোন পুজারীর স্থলাভিষিক্ত করে কুমারী কন্যাকে দেবতার উপঢৌকন হিসেবে নির্ধারণ করা।

৫- **গান্দ্রু বিয়েঃ** কোন কুমারীকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কোন পুরুষের সাথে মিলামিশা করানো।

৬- **আসর বিয়েঃ** কোন কুমারী কন্যাকে অনেক সম্পদের বিনিময়ে বিয়ে দেয়া।

৭ - **রাক্ষস বিয়েঃ** কোন কুমারী কন্যাকে কু পথে নিয়ে যাওয়া :

৮ - **পিশাজ বিয়েঃ** মাতাল অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায়া ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া।[4]

---

[2] -নাদায়ে মিল্লাত,লাহোর, ২১ ফেব্রুয়ারী,১৯৯৭ইং,(খান্দানী নিযাম টুট রাহা হয়)

[3] -উর্দূ নিউজ,জিদ্দা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং।

4 -মসজিদ নূরানী থেকে প্রকাশিত আরথ শাসত্ভর,পি আইসি এইচ এস,কারাচী,পৃঃ৩৩৭।

দ্বিতীয় বিয়ে

কোন মহিলা যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের আগে আট বছর অপেক্ষা করবে; কিন্তু স্ত্রীর যদি মৃত সন্তান হয় তাহলে স্বামী দশ বছর অপেক্ষা করবে, আর স্ত্রীর গর্ভে যদি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহলে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের আগে দু'বছর অপেক্ষা করবে।[5]

ত্বালাক

প্রথম চার প্রকার বিয়ে ব্যবস্থায় ত্বালাক সম্ভব নয়, অন্য চার প্রকার বিয়ের ত্বালাকের নিয়ম হল এই যে, স্ত্রীকে অপছন্দকারী ব্যক্তি স্ত্রী অসুস্থ নাহলে তাকে ত্বালাক দিতে পারবে না। এমনিভাবে স্বামীকে অপছন্দকারী নারী স্বামী অসুস্থ না হলে তাকে ত্বালাক দিতে পারবে না।[6]

এমন স্ত্রীকে স্বামী একটি পদ্ধতিতে ত্বালাক দিতে পারবে, আর তাহল যদি স্বামী জানতে পারে যে এ স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সাথে রাত্রি যাপন করেছে তাহলে, স্ত্রী কোন ভাল বংশ এবং ভদ্র নারী হলে তাকে ত্বালাক দেয়া যাবে না।[7]

নিউগ নিয়মঃ (হিন্দু ধর্ম মতে)

নিউগ নিয়ম বলা হয়ঃ স্বামী যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার উচিত স্বীয় স্ত্রীকে অনুমতি দেয়া যাতে করে সে কোন সুস্থ্য পুরুষের সাথে মিলা মিশা করতে পারে এবং বংশ বিস্তার করতে পারে, কিন্তু স্ত্রী ঐ স্বামীর বিবাহ বন্ধনেই আবদ্ধ থাকবে। এমনিভাবে স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার উচিত স্বামীকে অনুমতি দেয়া যেন সে অন্য কোন বিধবা নারীর সাথে মিলা মিশা করতে পারে এবং তার বংশ বিস্তার করতে পারে।[8]

খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্মের উল্লেখিত নিয়মে অতিরিক্ততা ও অতিরঞ্জন রয়েছে যা মানবতার নামে অমানবিক কাজ। অমুসলিমদের অতিরিক্ততা ও অতিরঞ্জনের মূল ভিত্তি এটিই, যা তাদের নিজেদের জন্যই একটি বোঝা।

---

5 - আরথ শাস্থার পৃ:৩৩৯।

6 -আরথ শাস্থর পৃঃ৩৪২।

7 - আরথ শাস্থর পৃঃ৩৮১।

8 -সিথারথ পর কাশ,বাব,৪ পৃঃ১৫২-১৫৩।

এ ব্যাপারে কোরআ'ন কারীমে এরশাদ হয়েছেঃ

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٥٧)

অর্থঃ "আর (তিনি মুহাম্মদ) তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে।" (সূরা আ'রাফঃ ১৫৭)

ইসলাম যেহেতু আল্লাহ্‌র নাযিল কৃত দ্বীন যা মহান আল্লাহ্ মানুষের স্বভাব ও মানুষিকতা মোতাবেক নির্ধারণ করেছেন, তাই তাতে কোন অতিরঞ্জন ও অতিরিক্ততা নেই। বরং প্রতিটি বিধানের মাঝেই এমন একটি ইনসাফ পূর্ণ দিক নির্দেশনা আছে যা বুঝতে মানবিক জ্ঞান অপারগ। ইসলাম ত্বালাকের ব্যাপারে এমন নিয়ম অনুবর্তীতা বাধ্য করে না যে উভয় পক্ষের মাঝে যে, শান্তি ও আরাম বিনষ্ট হচ্ছে তা হতেই থাকুক, স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি অপছন্দ তা চলতেই থাকুক, ঘরে সর্বদা ঝগড়া ঝাঁটি চলতে থাকুক, আর না এমন ব্যবস্থা রেখেছে যে যেকোন ব্যক্তি যখন খুশি তখন ত্বালাক দিয়ে দিবে, এক দিকে ইসলাম ত্বালাককে সবচেয়ে বড় গোনাহ নির্ধারণ করেছে, অপর দিকে তা নিয়ম মত হওয়ার জন্য নারী ও পুরুষের প্রতি এমন নিয়ম জারি রেখেছে যে, উভয়ের মাঝে একামতে আসার কোন ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে তারা যেন তা গ্রহণ করতে পারে। অপর দিকে উভয় পক্ষের মনমালিন্য যদি কোনভাবেই সামাধানে আসা সম্ভব নাহয় তাহলে ইসলাম শুধু পুরুষকেই নয় বরং নারীকেও ত্বালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে খোলা ত্বালাকের সুযোগ না দেয় তাহলে ইসলামী আদালতে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকারও নারীকে দেয়া হয়েছে, যে উভয়ের মাঝে আইনগত ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষমতা রাখে, ইসলামের এ ইনসাফ পূর্ণ বিধান অন্যান্য বিষয়েও পরিলক্ষিত হয়।

একদিকে নফল নামাযের এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, " ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাত্রের নামায" (আহমদ)।

অন্য দিকে যে ব্যক্তি সবসময় সারা রাত জাগরণ করে তার ব্যাপারে বলেছে " যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত ত্যাগ করে সে আমার উম্মতের অর্ন্তভুক্ত নয়"। (বোখারী)

এক দিকে যাকাত আদায়কারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে মানুষের উত্তম সম্পদ গুলো তোমরা যাকাত হিসেবে নিয়ে নিওনা। (বোখারী)

অন্য দিকে যাকাত দাতাদেরকে বলা হয়েছে যে, যাকাত আদায় কারী আসলে তার কাছ থেকে নিজেদের সম্পদ গোপন করবে না। (বোখারী)

এক দিকে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নারীরা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে চাইলে তাদেরকে বাধা দিবে না। (আবুদাউদ)

অন্য দিকে নারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নারীদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে উত্তম। (আবুদাউদ)

এক দিকে পুরুষদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, পর নারীর প্রতি পড়ে যাওয়া প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা যোগ্য, কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টিপাত হারাম। (আবুদাউদ)

অন্যদিকে নারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দিন বা রাতের যেকোন সময় তোমাদের স্বামীরা তোমাদের সাথে সহবাস করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিবে না, তাহলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবে। (মুসলিম,ইবনু মাযা)

দ্বীন ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধানে হিকমত ও ইনসাফের এ মূল নীতি বিদ্ধমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোন মতাদর্শে বা সংবিধানে এধরণের এনসাফ পূর্ণ বিধানের কোন নযীর নেই। আর ইসলামের এ ইনসাফ পূর্ণ বিধান বিয়ে ও ত্বালাকের ব্যাপারে আরো বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

ইসলাম ও মানবাধিকার

কোরআ'ন মাজীদে এরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (سورة الإسراء:٧٠)

অর্থঃ "আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"(সূরা ইসরাঃ ৭০)

কোরআ'ন মাজীদের এ আয়াতের তাফসীর যথাযথ ভাবে ত্বালাকের ব্যাপারে প্রতীয়মান হয়। ত্বালাকের কারণ সর্বদাই স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া ঝাঁটি, মতবিরোধ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি, এবং পরস্পর পরস্পরের হক অনাদায়, এমতাবস্থায় বড় বড় আল্লাভিরু লোকদের চারিত্রিক বিপর্যয় আর প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থানকে সঠিক প্রমাণের জন্য চেষ্টা এবং ঐ চেষ্টায় কোন কোন সময় ভুল বর্ণনা, দোষ চাপানো, আরো অনেক বৈধ ও অবৈধ কথাবার্তা মুখে চলে আসে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক একটি ভিন্ন ধরণের সম্পর্ক যা অত্যন্ত আন্ত রিক এবং সুক্ষ্ম অনুভূতি পরায়ন,স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজনের মুখ থেকে বের হওয়া কোন কথা অপরের জন্য শুধু অপমান বা লাঞ্ছনাই নয় বরং তার ভবিষ্যতও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ত্বালকের ব্যাপারে আল্লাহ্ পুরুষদেরকে বার বার এ উপদেশ দিয়েছে ।

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾

(سورة البقرة: ٢٣١)

অর্থঃ "(তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে) নিয়মিতভাবে রাখতে পার অথবা নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ করতে পার, আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য আটক করে রেখ না তাহলে সীমালংঘন করবে।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৩১)

অর্থাৎঃ যদি তোমরা স্ত্রীর সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক তাহলে তার সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে জীবন যাপন কর। তার অধিকার আদায় কর, ঘরে তাকে সম্মানের সাথে রাখ, সে যেন এ অনুভব না করে যে, তাকে শুধু লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আর যদি তোমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তই নিয়ে থাক তবুও তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা বা তার বিরোধিতায় লেগে থাকবে না। তার দুর্বলতা ও দোষসমূহ প্রচার করে বেড়াবে না যাতে করে অন্য কোন পুরুষ তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না চায়, বরং ভদ্রতার সাথে তাকে বিদায় দাও। তাই ইসলাম ত্বালাকের বাস্তবায়নকে কোন আদালত বা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের সাথে সমপৃক্ত রাখে নাই

বরং যখন সে অনুভব করবে যে স্ত্রীর সাথে তার সুসম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না তখনই নিয়ম অনুসরণ করে ত্বালাক দিতে পারবে।

এই একেই অবস্থা খোলা ত্বালাকের ব্যাপারেও, খোলা ত্বালাক নেয়ার জন্য নারী আদালতে গেলে আদালতের শুধু এ অধিকার থাকে যে, সে নিশ্চিত হবে যে নারী বাস্তবেই এ স্বামীকে পছন্দ করছে না। তারা উভয়ে এক সাথে থাকলে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু আদালতের এ অধিকার নেই যে, সে নারীকে খোলা ত্বালাকের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইবে এবং এ নারী ও পুরুষ যারা এক সময় এক সাথে জীবন যাপন করেছিল তারা পৃথক হওয়ার সময় একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়া ছুঁড়ি করতে বাধ্য করবে। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) নিকট এক মহিলা এসে খোলা ত্বালাকের জন্য আবেদন করল, এবং বললঃ সে তার স্বামীকে অপছন্দ করে, ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মহিলাকে উপদেশ দিল এবং স্বামীর সাথে থাকার পরামর্শ দিল, কিন্তু নারী তা মানল না, তখন তিনি তাকে একটি ঘরে বন্দী করে রাখলেন, এক রাত বন্দী রাখার পর বের করে জিজ্ঞেস করলেন, বল তোমার রাত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে? মহিলা বললঃ আল্লাহ্র কসম! স্বামীর ওখানে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে আজকের মত এরকম ভাল ঘুম আমার আর কখনো হয় নাই। একথা শুনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বামীকে নির্দেশ দিল যে, দ্রুত তোমার স্ত্রীকে ত্বালাক দাও। (ইবনু কাসীর)

মতবিরোধ, ঝগড়া ও প্রতিশোধ পরায়ন লোকদের জন্য, উত্তম জীবন যাপনের এ সবক, মানবতা বোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত, ইসলাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার এক উজ্জল প্রমাণ।

এক দিকে স্বামীর প্রতি এ নির্দেশ যে, সেযেন স্ত্রীকে ভদ্রভাবে ত্বালাক দেয়, অন্য দিকে ত্বালাক প্রাপ্তা নারীর প্রতি এনির্দেশ যে, সে আগের স্বামীর সাথে সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তিন মাস পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকবে। মানবতা বোধের এ বিরল দৃষ্টান্ত যা অন্য কোন মতবাদে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

শেষ কথা

বলা যেতে পারে যে উভয় পক্ষের এ শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ এর মাঝে এমন চরিত্রবান ও সৎ লোক কত জন হবে, যারা ইসলামের এ শিক্ষার প্রতি আমলে আগ্রহী হবে?

এ পশ্ন যতই অপছন্দ হোকনা কেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ উপযুক্ত ভাবে পালন কারী সৎ ও চরিত্রবান লোক থেকে এ পৃথিবী কখনো শুণ্য ছিল না আর ভবিষ্যতেও শুণ্য হবে না। যদিও এমন লোকদের সংখ্যা সর্বকালেই কম ছিল।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سورة سبأ: ١٣)

অর্থঃ "আমার বান্দাদের মাঝে অল্পই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবাঃ ১৩)

ইসলামী শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবতা ও সত্যতার উপর তো কোন প্রভাব পড়ে না, অবশ্য যে ব্যক্তি এ শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকেই এর উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করেতে হবে। যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি কোন একক ব্যক্তি হয়, তাহলে তাকে একক ভাবে, আর যদি কোন সমাজ হয়, তাহলে ঐ সমাজকে সে সাজা ভোগ করতে হবে, চাই তা কোন নারীর ব্যাপারে হোক আর প্রচলিত সামাজিক কোন বিষয় হোক, যতক্ষণ আমরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে থাকব ততক্ষণ আমাদের সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত আগুনও জ্বলতে থাকবে। এথেকে মুক্তির ও উত্তরণের একটিই রাস্তা আর তাহল যে ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে না থেকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নিকট আত্ম সমর্পন করা। গত চৌদ্দশত বছর থেকে কোরআ'ন আমাদেরকে ধারাবাহিক ভাবে আহ্বান করছেঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (سورة الأنفال: ٢٤)

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) হুকুম পালন কর যখন রাসূল তোমাদেরকে জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে। (সূরা আনফালঃ ২৪)

হয়তবা আমাদের কোরআ'ন মাজীদের এ জীবন সঞ্চারক আহ্বানকে বুঝার জন্য চেষ্টা করার সুযোগ হবে এবং হয়তবা আমরা কোরআ'নের এ জীবন সঞ্চারকমূলক আহ্বানে আমলেরও তাওফিক লাভ করব।

শুরুতে বিয়ে ও ত্বালাকের মাসায়েল গুলো একেই গ্রন্থে সন্বিবেশন করতে ছিলাম কিন্তু বিষয় বস্তু দীর্ঘ হওয়ায় তা আলাদা আলাদা গ্রন্থে সন্বিবেশনের প্রয়োজন পড়েছে, আশা করছি এতে করে উভয়ে গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আরো ব্যাপক হবে। ইনশা আল্লাহ।

বিয়ের তুলনায় ত্বালাকের বিষয়টি বেশি বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সর্তকতার দাবী রাখে, তাই আমি জ্ঞানীগণের কাছ থেকে এ বিষয়ে যথাসম্ভব নির্দেশনা নেয়ার চেষ্টা করেছি, যেকোন ভুল ধরিয়ে দিলে আমি জ্ঞানীগণের নিকট আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ থাকব, যে সমস্ত আলেমগণ তাদের মূল্যবান পরমর্শ দিয়েছেন আমি অন্তরিকভাবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা হাদীস গ্রন্থসমূহ প্রস্তুত ও তা বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর, প্রকাশ ও বিতরণে সহযোগীতা করছে তাদের সকলের জন্য দুয়া করছি যে আল্লাহ্ তাদের জন্য এ কল্যাণময় কাজটিকে কিয়ামত পর্যন্ত সাদকা যারিয়া হিসেবে কবুল করুন, আর দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে সম্মানিত করুন। আমীন!

হে আল্লাহ্ তুমি তা আমার পক্ষ থেকে কবুল কর নিশ্চয়ই তুমি মহা জ্ঞানী ও সর্ব শ্রোতা।

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

২৯ আগষ্ট-১৯৯৮ইং

রিয়াদ, সৌদী আরব।

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣١)

অর্থঃ "আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রেূপের বিষয় রূপে গ্রহণ করিও না।" (সূরা বাকারাঃ ১৩২)

النية

নিয়ত

মাসআলা-১ঃ আমল (সঠিক হওয়া বা না হওয়া) নির্ভর করে নিয়তের উপর ঃ

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইবনে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ আমল (সঠিক হওয়া বা নাহওয়া) নির্ভর করে নিয়তের ওপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে, তাই যে, ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে হিযরত করে সেতা হাসিল করবে, আর যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিযরত করে, সে তাই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিযরত করেছে"। (বোখারী)[9]

মাসআলা-২ঃ ত্বালাকের নিয়তে ইঙ্গিত মূলক শব্দ ব্যবহার করলে তাতে ত্বালাক হয়ে যাবে, আর ত্বালাকের নিয়ত না করে ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করলে ত্বালাক হবে নাঃ

عن عائشة رضى الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: اعوذ بالله منك. فقال لها عذت بعظيم الحقى باهلك (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জোনের মেয়ে (আসমাকে বিয়ের পর) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত করা হল এবং তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বললঃ আমি তোমার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি বললেনঃ তুমি সর্বশ্রেষ্ট সত্বার (আল্লাহ্র) আশ্রয় চেয়েছে। অতএব তুমি তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও।" (বোখারী)[10]

---

9 - মোখতাসার সহীহ বোখারী,লিযুবাইদী,হাদীস নং-১)

10 -কিতাবুত্বালাক,বাব মান ত্বাল্লাকা ওয়া হাল ইয়ু ওয়াজ্জিহু ইমরাআতুহু বিত্বালাক।

নোটঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে স্পষ্ট শব্দে ত্বালাক দেননি, কিন্তু ইঙ্গিতমূলক শব্দের মাধ্যমে ত্বালাক দিয়েছেন,"তুমি তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও।" যেহেতু এতে তাঁর নিয়ত ত্বালাকের ছিল তাই ত্বালাক হয়ে গেছে।

عن مالك انه بلغه انه كتب الى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) من العراق ان رجلا قال لامراته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) الى عامله ان مره ان يوافينى بمكة فى الموسم فبينا عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من انت؟ فقال انا الرجل الذى امرت ان اجلب عليك فقال عمر اسألك برب هذا البيت ما اردت بقولك حبلك على غاربك، فقال الرجل يا امير المؤمنين! لو استحلفتنى فى غير هذا الموضع ما صدقتك اردت بذلك الفراق فقال عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه) هو ما اردت (رواه مالك)

অর্থঃ" ওমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে ইরাক থেকে কেউ চিঠি লিখে পাঠিয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছে" তোমার রশি তোমার কাঁধে" ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইরাকের গভর্নরকে লিখে পাঠাল যে, হজ্বের সময় সেযেন আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করে, ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ত্বাওয়াফ করতে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে সালাম দিল, তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? সে বললঃ আমি ঐ ব্যক্তি যাকে আপনি মক্কায় আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য বলেছিলেন, ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আমি তোমাকে কাবা ঘরের প্রভূর কসম করে জিজ্ঞেস করছি! যখন তুমি ঐ কথাটি বলছিলে তখন তোমার নিয়ত কি ছিল? লোকটি বললঃ হে আমীরুল মুমেনীন! যদি আপনি অন্য কোন স্থানের কসম আমাকে দিতেন তাহলে আমি সত্য কথা বলতাম না, (কিন্তু এখানে আমি সত্য কথা বলছি) তখন আমার ত্বালাকের নিয়ত ছিল, ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ "যা তোমার নিয়ত ছিল তা হয়ে গেছে"। (মালেক)[11]

মাসআলা-৩ঃ ত্বালাকের নিয়ত না থাকলে জোরপূর্বক ত্বালাক দিলে সে ত্বালাক হবে নাঃ

11 -কিতাবুত্‌ত্বালাক,বাব মাযায়া ফিল খালিয়া ওয়াল বারিয়া ওয়া আশবাহ্ যালিক।

عن ابى ذر(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان الله
تجاوز عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ আমার উম্মতের অজানা, ভুলে যাওয়া এবং জোরপূর্বক কিছু করানো হলে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন"। (ইবনু মাযা)[12]

***

12 -আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা,খঃ ১, হাদীস নং-১৬৬২।

كراهية الطلاق

ত্বালাকের ব্যাপারে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ

মাসআলা-৩ঃ হাসি ঠাট্টা বা রাগ করে ত্বালাক দিলে ত্বালাক হয়ে যাবেঃ

عن ابی هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاث جد هن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিনটি বিষয়ে হাসি, ঠাট্টা বা রাগ করে করলেও তা সংগঠিত হয়ে যাবে। বিয়ে, ত্বালাক, (এক বা দুই)ত্বালাকের পর ফিরত নেয়া"। (তিরমিযী)[13]

মাসআলা-৪ঃ বিনা কারণে ত্বালাকের দাবীকারী মহিলা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে নাঃ

عن ثوبان (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ايما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ، (رواه الترمذى وابن ماجة)

অর্থঃ "সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে মহিলা বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট ত্বালাক দাবী করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম"। (তিরমিযী,ইবনু মাযা)[14]

মাসআলা-৫ঃ বিনা কারণে খোলা ত্বালাক দাবীকারী নারী মুনাফেকঃ

عن ثوبان (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال المختلعات هن المنافقات (رواه الترمذى)

13 - আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ১, হাদীস নং-৯৪৪।

14 - আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ১, হাদীস নং-৯৪৮।

অর্থঃ" সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ (বিনা কারণে) খোলা ত্বালাক দাবী কারী নারীরা মুনাফেক"। (তিরমিযী)[15]

মাসআলা-৬ঃ বিনা কারণে স্ত্রীকে ত্বালাক দেয়া বড় পাপঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها (رواه الحاكم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র নিকট এটি অনেক বড় পাপ যে, কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করবে এরপর নিজের প্রয়োজন মিটানোর পর তাকে ত্বালাক দিয়ে দেয়, অথচ তার মোহরও আদায় করে না।" (হাকেম)[16]

মাসআলা-৭ঃ ত্বালাকের জন্য স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে রাগিয়ে তোলা নারী বা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে রাগিয়ে তোলা পুরুষ বা নারী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাফরমানকারীঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে রাগিয়ে তোলে, বা কোন কৃতদাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে রাগিয়ে তোলে"। (আবুদাউদ)[17]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختيها لتستفرغ صحفتها وتنكح فانما لها ما قدر لها (رواه ابوداود)

---

15 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ১, হাদীস নং-৯৪৮।

16 - আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা,খঃ২,হাদীস নং-৯৯৯।

17 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনানা আবুদাউদ,খঃ ২, হাদীস নং-১৯০৬।

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী যেন তার বোনের ত্বালাকের দাবী না করে, যাতে করে সে ঐ ছেলেকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, তার ভাগ্যে যা আছে তা সে পাবে"। (আবুদাউদ)[18]

মাসআলা-৮ঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা ইবলিসের সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজঃ

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجئ احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجئ احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه ويقول نعم انت (رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইবলিসের সিংহাসন পানির উপর, সেখান থেকে সে তার বাহিনীকে (ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য) প্রেরণ করে, ইবলিসের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ঐ শয়তান যে, সবচেয়ে বেশি ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে, (যখন শয়তানরা ফিরে এসে তার নিকট স্ব স্ব রিপোর্ট পেশ করে) তখন কেউ বলে যে আমি এই এই কাজ করেছি, ইবলিস উত্তরে বলে তুমি কিছুই কর নাই, এরপর অন্য শয়তান এসে বলে আমি স্বামী স্ত্রীর পিছনে লেগে ছিলাম এমনকি আমি তাদের উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে ছেড়েছি, ইবলিস তখন তাকে তার নিজের কাছে এনে বসায় এবং বলে তুমি সবচেয়ে ভাল কাজ করেছ।" (মুসলিম)[19]

***

18 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনানা আবুদাউদ,খঃ ১, হাদীস নং-১৯০৮

19 -কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন,বাব ফিতনাতুশয়তান ফিল আরব মিনাল কোরাইশ।

الطلاق فى ضوء القرآن

আল-কোরআনের আলোকে ত্বালাক

মাসআলা-৯ঃ হায়েয (মাসিক) চলাকালে ত্বালাক দেয়া নিষেধঃ

মাসআলা- ১০ঃ অগর্ভবতী এবং সহবাস কৃত স্ত্রীর ত্বালাকের মুদ্দত (মেয়াদ) তিন তহুর (মাসিক থেকে পবিত্র অবস্থায়) বা তিন হায়েয (মাসিক) এ শর্তে যে এমন নাবালেগ বাচ্চা না হওয়া যার এখনো মাসিক শুরু হয় নাই, বা বার্ধক্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে, বা স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে ঃ

মাসআলা-১১ঃ রাজয়ী ত্বালাক (ফেরত যোগ্য ত্বালাক) এর মেয়াদ চলা কালে যদি স্বামী তাকে ফেরত নিতে চায়, তাহলে মেয়ের অভিভাবকদের এতে বাধা দেয়া অনুচিতঃ

মাসআলা-১২ঃ স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান সমূহ সমান সমান, স্ত্রীর যেমন স্বামীর অধিকার আদায় করা ওয়াজিব এমনিভাবে স্বামীরও তার স্ত্রীর অধিকার আদায় করা ওয়াজিবঃ

মাসআলা-১৩ঃ রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) ত্বালাকের মেয়াদ চলা কালে স্বামী যেকোন সময় তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে ঃ

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ.﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)

অর্থঃ "এবং ত্বালাক প্রাপ্তারা তিন ঋতু পর্যন্ত আত্মসম্বরণ করে থাকবে, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তবে আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে তবে তাদের স্বামীই তাদেরকে প্রতিগ্রহণ করতে সমধিক সত্ববান, আর নারীদের উপর তাদের যেমন সত্ব আছে, নারীদেরও তাদের উপর অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত সত্ব আছে এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, আল্লাহ্ হচ্ছেন মহা পরক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" (সূরা বাক্বারাঃ ২২৮)

নোটঃ উল্লেখ্য গর্ভবতীর ইদ্দত হল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত। সহবাস ব্যতীত ত্বালাক প্রাপ্তার কোন ইদ্দত (মেয়াদ) নেই, সে ত্বালাকের পর পরই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে।

যে সমস্ত নারীদের বার্ধক্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ইদ্দত (মেয়াদ) তিন মাস।

* গর্ভে সন্তান থাকলে তা গোপন না করার অর্থ হল, ত্বালাকের পর নারীর যে কয় বার মাসিক হয়েছে তা পরিষ্কার করে বলা উচিত, যেমনঃ যদি কোন নারী নিজেই তার স্বামীর নিকট ফেরত যেতে চায়, তিন হায়েয (মাসিক) পার হওয়ার পরও একথা বলা যে, এক বা দুই হায়েয (মাসিক) হয়েছে, বা যদি স্ত্রী নিজেই ঐ স্বামীর নিকট ফেরত যাওয়া পছন্দ না করে তাহলে এক বা দুই হায়েয (মাসিক) হওয়ার পর বলে দিবে যে, তিন হায়েয (মাসিক) হয়েছে। এরূপ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। বা তার অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, গর্ভে সন্তান আছে বা নাই তা পরিষ্কার করে না বলা।

মাসআলা-১৪ঃ রাযয়ী (ফেরত যোগ্য ত্বালাক) ঐ ত্বালাক যার পর স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার সুযোগ থাকে আর তা জীবনে দু'বার মাত্রঃ

মাসআলা-১৫ঃ তৃতীয় ত্বালাক যাকে বায়েন (শেষ) ত্বালাক বলা হয় এর পর ফেরত নেয়ার অধিকার থাকে না বরং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়ঃ

মাসআলা-১৬ঃ ত্বালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে দেয়া মোহর বা অন্যান্য জিনিস ফেরত নেয়া অনুচিতঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ১০৩ ও ১০৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৭ঃ যদি কোন ত্বালাক প্রাপ্তা নারী দ্বিতীয় বিয়ে করে নেয় তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের পর স্ব ইচ্ছায় যদি এ স্বামীকে ত্বালাক দেয় তাহলে ইদ্দত (মেয়াদ) অতিক্রমের পর ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীর নিকট ফেরত যেতে পারবেঃ

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠)

অর্থঃ" অনন্তর যদি সে ত্বালাক প্রদান করে তবে এর পরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবে না, এর পর সেতাকে ত্বালাক প্রদান করলে, যদি উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ স্থির রাখতে পারবে, তখন যদি তারা পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয় তবে উভয়ের পক্ষে কোনই দোষ নেই এবং এগুলোই আল্লাহ্‌র

সীমা সমূহ, তিনি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য এগুলো ব্যক্ত করে থাকেন"। (সূরা বাক্বারা-২৩০)

মাসআলা-১৮ঃ যদি স্বামী ইচ্ছা করে তাহলে স্ত্রীকে তাদের দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বাধীনতা দিতে পারে এবং এ ব্যাপারে স্ত্রীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবেঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (سورة الأحزاب:٢٨)

অর্থঃ" হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে এস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই"। (সূরা আহযাবঃ২৮)

মাসআলা-১৯ঃ স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়ার কারণে তার ফায়সালার জন্য কোন ইসলামী আদালতে যাওয়ার আগে তাদের উভয়ের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কোন জ্ঞানীদের সহযোগীতায় সমোঝতায় আসার নির্দেশও ইসলাম দিয়েছেঃ

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (سورة النساء:٣٥)

অর্থঃ "আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে মীমাংশা চাইলে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত"। (সূরা নিসাঃ৩৫)

মাসআলা-২০ঃ একাধিক স্ত্রীর অধিকারী স্বামী যদি কোন এক স্ত্রীর আচরণে ভীত থাকে আর ঐ স্ত্রী যদি তার ন্যায্য পাওনা ছেড়ে হলেও ঐ স্বামীর ঘরে থাকতে চায়, তাহলে স্বামীকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, সে যেন তার ঐ স্ত্রীকে ত্বালাক নাদেয়ঃ

মাসআলা-২১ঃ স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলে উভয়ে সমোঝতায় আসার নির্দেশঃ

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٢٨) سورة النساء

অর্থঃ "যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে পরস্পর কোন মীমাংশা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নেই, মীমাংশা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং আল্লাহ ভীরু হও তবে আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কাজের খবর রাখেন।" (সূরা নিসাঃ ১২৮)

মাসআলা-২২ঃ ত্বালাক দেয়ার অধিকার শুধু স্বামীর স্ত্রীর নয়ঃ

মাসআলা-২৩ঃ সহবাসের পূর্বে যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে ত্বালাক দিয়ে দেয় তাহলে ঐ নারীর কোন ইদ্দত (মেয়াদ) পালন করতে হবে না। ত্বালাকের পরপরই সে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেঃ

মাসআলা-২৪ঃ সহবাসের পূর্বে ত্বালাক দিলে ফেরত নেয়ার সুযোগ থাকবে নাঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (سورة الأحزاب:٤٩)

অর্থঃ" হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর অতপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে ত্বালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই, অতপর তোমরা তাদেরকে কিছু দিবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দিবে"। (সূরা আহযাবঃ ৪৯)

মাসআলা-২৫ঃ রাগের অবস্থায় বা তাড়াহুড়া করে বিনা চিন্তায় ত্বালাক দেয়া নিষেধঃ

মাসআলা-২৬ঃ মাসিক চলা কালে ত্বালাক দেয়া নিষেধঃ

মাসআলা-২৭ঃ মাসিকের পর পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়ার পর ঐ তুহুরে (পবিত্র থাকা কালে) ত্বালাক দেয়া নিষেধঃ

মাসআলা-২৮ঃ এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া নিষেধঃ

মাসআলা-২৯ঃ ত্বালাকের পর ইদ্দত (মেয়াদ) সঠিকভাবে হিসাব করা জরুরীঃ

মাসআলা-৩০ঃ রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) ত্বালাকের পর ইদ্দত (মেয়াদ) পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ঘরেই স্ত্রীর থাকা উচিতঃ

মাসআলা-৩১ঃ ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালে রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) ত্বালাক প্রাপ্তা নারীর (স্বামীর) ঘর থেকে চলে যাওয়া নিষেধঃ

মাসআলা-৩২ঃ ইদ্দত (মেয়াদ) চলা কালে রাজয়ী (ফেরত যোগ্য)ত্বালাক প্রাপ্তা নারীর ব্যয় ভার স্বামীর বহন করা ওয়াজিবঃ

মাসআলা-৩৩ঃ ত্বালাকের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান বহির্ভুত কাজকারী ব্যক্তি জালেমঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (سورة الطلاق: ١)

অর্থঃ "হে নবী, তোমরা যখন নারীদেরকে ত্বালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে ত্বালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা কর। তোমরা তোমাদের পালন কর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়, এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে সে নিজেরই অনিষ্ট করে, সে জানে না যে, হয়তো আল্লাহ্‌ এই ত্বালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন।" (সূরা ত্বালাকঃ ১)

মাসআলা-৩৪ঃ বিয়ের পর মোহর নির্ধারিত না হলে এবং সহবাস করার আগেই যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ত্বালাক দিতে চায় তাহলে তার জন্য মোহর আদায় করা ওয়াজিব নয় তবে নিজের সাধ্য অনুযায়ী নারীকে উপহার সরূপ কিছু না কিছু দেয়া উচিতঃ

﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٦)

অর্থঃ" স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি ত্বালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই, তবে তাদেরকে কিছু খরচ দিবে, আর সামর্থবানদের জন্য তাদের সামর্থ অনুযায়ী যে খরচ প্রচলিত আছে তা করা সৎকর্মশীলদের প্রতি দায়িত্ব"। (সূরা- বাক্বারা-২৩৬)

মাসআলা-৩৫ঃ বিয়ের পর মোহর ধার্য হলে এবং সহবাসের পূর্বে যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ত্বালাক দিতে চায় তাহলে অর্ধেক মোহর আদায় করতে হবেঃ

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٧)

অর্থঃ "আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে ত্বালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহার সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে, অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয়, বা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার, আর তোমরা পুরুষ যদি ক্ষমা কর, তবে তাহবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী, আর পরস্পর সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৩৭)

***

صفات الزوج الامثل

আদর্শ স্বামীর গুণাবলী

মাসআলা-৩৬ঃ স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণকারী পুরুষ আদর্শ স্বামীঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى واذا مات صاحبكم فدعوه (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। তোমাদের কোন সাথী যখন মারা যাবে তখন তার সমালোচনা করা থেকে বিরত থাক"। (তিরমিযী)[20]

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم للنساء (رواه الحاكم)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম।" (হাকেম)[21]

মাসআলা-৩৭ঃ স্ত্রীকে মার ধর নাকারী ব্যক্তি আদর্শ স্বামীঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আয়েশা(রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন স্ত্রী বা কোন খাদেমকে মারেন নাই।" (আবুদাউদ)[22]

মাসআলা-৩৮ঃ বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তি আদর্শ স্বামীঃ

---

20 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ৩, হাদীস নং-৩০৫৭।

21 - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস্সাগীর খঃ৩, হাদীস নং-৩৩১১।

22 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনানা আবুদাউদ,খঃ ৩, হাদীস নং-৪০০৩।

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلى بشئ من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়েছে, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করেছে, ঐ কন্যা সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাধা দানকারিনী হবে।" (তিরমিযী)[23]

মাসআলা-৩৯ঃ কন্যা সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দাতা পিতা আদর্শ স্বামীঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلى من البنات فاحسن اليهن كن له سترا من النار (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়েছে, আর সে তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়েছে, ঐ কন্যা সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাধা দানকারিনী হবে।" (মুসলিম)[24]

মাসআলা-৪০ঃ স্ত্রীর ব্যাপারে ক্ষমাকারী কোমল আচরণকারী এবং স্ত্রীর সাথে ভাল কথা বলে এমন স্বামী আদর্শ স্বামীঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكتواستوصو بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شئ فى الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার সামনে যখন কোন বিষয় আসে তখন সে ভাল কথা বলে, বা চুপ

---

23 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খঃ২, হাদীস নং-১৫৪।

24 - কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব ফযলুল ইহসান ইলা আলবানাত।

থাকে(হে মানব সম্প্রদায়) নারীদের ব্যাপারে ভাল কথা গ্রহণ কর, কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর পাঁজরের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হাড় পাঁজরের উপরের হাড়। তাকে যদি সোজা করতে চাও তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে, আর যদি একেবারেই ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকা বাঁকাই থেকে যাবে, অতএব তাদের সাথে উত্তম আচরণ কর।" (মুসলিম)[25]

মাসআলা-৪১ঃ পরিবার পরিজনের জন্য আনন্দ চিত্ত নিয়ে খরচ করা আদর্শ স্বামীর গুণঃ

عن ابى مسعود الانصارى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على اهله صدقة (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবু মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ মানুষের তার পরিবারের প্রতি ব্যয় করা (সাদকা করার ন্যায়)"। (তিরমিযী)[26]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته فى سبيل الله ودينار انفقته فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك، اعظمها اجرا الذى انفقته على اهلك (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একটি দিনার তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে, একটি দিনার তুমি কোন কৃতদাসকে আযাদ করার জন্য খরচ করলে, একটি দিনার তুমি কোন মিসকীনকে দান করলে, একটি দিনার তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, সোয়াবের দিক থেকে ঐ দিনারটি সবচেয়ে উত্তম যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে"। (মুসলিম)[২৭]

মাসআলা-৪২ঃ ঘরের কাজে কর্মে স্ত্রীর সাথে অংশগ্রহণকারী স্বামী আদর্শ স্বামীঃ

25 - কিতাবুন নিকাহ,বাব ওসিয়া বিন নিসা।

26 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনানা আবুদাউদ,খঃ ৩, হাদীস নং-৪০০৩।

27 - কিতাবুযযাকা, বাব ফযলুন নাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক।

عن الاسود رضى الله عنه قال سألت عائشة رضى الله عنها ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصنع فى اهله، قالت كان فى مهنة اهله فاذا حضر الصلاة قام الى الصلاة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেনঃ তিনি তার ঘরে স্ত্রীর কাজে অংশগ্রহণ করতেন, আর যখন নামাযের সময় হত তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।" (বোখারী)[28]

***

28 - কিতাবুল আদাব,বাব কাইফা ইয়াকুনুর রাজুলু ফি আহলিহি

صفات الزوجة الامثلة

আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী

মাসআলা-৪৩ঃ কুমারী, মিষ্টভাষী, শান্ত মিজাজ, অল্পে তুষ্ট ,স্বামীর মন লোভানো, অধিক সন্তান প্রসব কারিনী নারী আদর্শ জীবন সঙ্গিনীঃ

عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عديم بن ساعدة الانصارى عن ابيه عن جده رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم عليكم بالابكار فانهن اعذب افواها وانتق ارحاما وارضى باليسير (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবদুর রহমান বিন সালেম বিন উতবা বিন আদীম বিন সায়েদা আনসারী তার পিতা থেকে, সে তার দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমারা কুমারী নারীদেরকে বিয়ে কর, কেননা তারা মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান প্রসব করে, আর অল্পে তুষ্ট থাকে"। (ইবনু মাযা)[29]

عن جابر رضى الله عنه قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله انى حديث عهد بعرس قال تزوجت قلت نعم قال ابكر ام ثيب؟ قلت بل ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك (متفق عليه)

অর্থঃ "কোন এক যুদ্ধে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অংশ গ্রহণ করে, ফিরার পথে মদীনার কাছা কাছি পৌঁছার পর আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি নববিবাহিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললামঃ বিবাহিতা। তিনি বললেনঃ কুমারী কে কেন বিয়ে করলে না? সে তোমার সাথে আনন্দ করত আর তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।" (বোখারী ও মুসলিম)[30]

---

29 - আলাবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা। খঃ১,হাদীস নং-১৫০৮।

30 - আলবানী লিখিত মিশকাতুল মাসাবিহ,খঃ২,হাদীস নং-৩০৮৮।

মাসআলা-৪৪ঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ ও সম্মান রক্ষাকারিনী এবং স্বীয় স্বামী ভক্তা ও ওয়াদা পলনকারিনী নারী আদর্শ স্ত্রীঃ

عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء من تسرك اذا بصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ غيبتك فى نفسها ومالك (رواه الطبرانى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ উত্তম স্ত্রী সে যার দিকে তাকালে তুমি আনন্দ উপভোগ করবে, তুমি কোন নিদের্শ দিলে সে তা পালন করবে, আর তোমার অনপুস্থিতিতে তোমার সম্পদ এবং নিজেকে সে সংরক্ষণ করবে।" (ত্বাবারানী)[31]

মাসআলা-৪৫ঃ সন্তানদেরকে মোহাব্বত কারিনী এবং স্বামীর সমস্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত নারী আদর্শ স্ত্রীঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الابل احناه على طفل وارعاه على زوج فى ذات يده (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ উটে আরোহণকারী নারীদের মধ্যে উত্তম নারী কোরাইশ বংশের নারীরা, তারা সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, আর স্বীয় স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষায় অত্যন্ত বিশ্বস্ত"। (মুসলিম)[32]

মাসআলা-৪৬ঃ স্বামীর যৌবনের চাহিদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী নারীর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকেনঃ

---

31 -আলাবানী লিখিতি সহীহ আল জামে আস সাগীর, ওয়া যিয়াদাতুহু,খঃ৩, হাদীস নং-৩২৯৪।

32 -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি নিসায়ি কোরাইশ।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ما من رجل يدعوا امرأته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য ডাকে, আর তার স্ত্রী তা প্রত্যাক্ষাণ করে, তখন ঐ স্ত্রীর প্রতি ঐ সত্বা যিনি আসমানে আছেন তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন। যতক্ষণ তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ্ ঐ স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থকেন"। (মুসলিম)[33]

মাসআলা- ৪৭ঃ স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা পরায়ন স্ত্রী আদর্শ জীবন সাথীঃ

عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود فانى مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة (رواه احمد والطبرانى)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ভালবাসা পরায়ন ও অধিক সন্তান প্রসবকরিনী নারীদেরকে বিয়ে কর, কেননা আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীদের তুলনায় তোমাদের আধিক্য নিয়ে গৌরব করব।" (আহমদ,ত্বাবারানী)[34]

মাসআলা-৪৮ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারিনী, রামাযান মাসে রোযা আদায় কারিনী,নিজের সম্ভ্রম রক্ষা কারিনী, স্বামী ভক্ত নারী আদর্শ জীবন সঙ্গীনিঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلى الجنة من اى ابواب الجنة شئت (رواه ابن حبان)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রামাযানের

33 -কিতাবুননিকাহ,বাব তাহরিম ইমতেনাউহা মিন ফিরাসে যাওজিহা।

34 - আলবানী লিখিত আদাবুয্যুফাফ, পৃঃ-৮৯।

রোযা রাখে, তার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বামীর ভক্ত থাকে, তাহলে তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি সেই দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ কর"। (ইবনু হিব্বান)[35]

মাসআলা-৪৯ঃ স্বামীকে সুখে রাখে,স্বামী ভক্ত এবং স্বীয় জান ও মাল স্বামীর জন্য ব্যয় কারিনী নারী আদর্শ জীবন সঙ্গিনীঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قيل يارسول الله اى النساء خير؟ قال التى تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره (رواه النسائى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম নারীর পরিচয় কি? তিনি বললেনঃ ঐ নারী যার স্বামী তার প্রতি দৃষ্টি পাত করলে সে আত্মতৃপ্তী অনুভব করে, যখন স্বামী তাকে কোন নির্দেশ দেয় তখন সে তা পালন করে এবং জান ও মালের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রী তার বিরোধিতা করে না।"[36]

মাসআলা-৫০ঃ প্রতিটি বিষয়ে স্বামীকে পরকালে মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতাকারী মুমেনা নারী আদর্শ জীবন সঙ্গিনীঃ

عن ثوبان رضى الله عنه قال لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فاى المال نتخذ؟ قال عمر رضى الله عنه فانا اعلم لكم ذلك، فاوضع على بعيره فادرك النبى صلى الله عليه وسلم وانا فى اثره فقال يا رسول الله! اى المال نتخذ؟ فقال ليتخذ احدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة، تعين احدكم على امر الآخرة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সোনা-রূপা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবাগণ নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, তাহলে আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করব? ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আমি এখন তোমাদের জন্য এ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করব, তখন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উটে আরোহণ করে দ্রুত

35 - আলবানি লিখিত সহীহ আলা জামে আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,খঃ১, হাদীস নং-৬৭৩।

36 - আলাবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী। খঃ২,হাদীস নং-৩০৩০।

চলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল, আমি (সাওবান) ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে পিছনেই ছিলাম, ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করব? তিনি বললেনঃতোমাদের প্রত্যেকের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তর, আল্লাহ্র যিকিরে শিক্ত যবান, ঈমানদার স্ত্রী যে তার স্বামীকে পরকালের ব্যাপারে সহযোগীতা করে, (এধরণের) সম্পদ সঞ্চয় করার চেষ্টা করা উচিত"। (ইবনু মাযা)[37]

মাসআলা-৫১ঃ আদর্শ স্ত্রী হওয়ার জন্য চার জন অনুসরণীয় আদর্শ নারীর দৃষ্টান্তঃ

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين اربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون (رواه احمد والطبراني)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃপৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী চার জন, মারইয়াম বিনতু ইমরান, খাদীজা বিনতু খুওয়াইলেদ, ফাতেমা বিনতু মোহাম্মদ, ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া"। (আহমদ ত্বাবরানী)[38]

***

37 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা। খঃ১,হাদীস নং-১৫০৫।

38 - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,খঃ৩, হাদীস নং-৩৩২৩।

اهمية حقوق الزوج

স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব

মাসআলা-৫২ঃ যে নারী স্বীয় স্বামীর অধিকার রক্ষা করতে পারে না সে আল্লাহ্র অধিকারও রক্ষা করতে পারে নাঃ

عن عبد الله بن ابى اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده لا تودى المرأة حق ربها حتى تودى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আবু আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! নারী ততক্ষণ পর্যন্ত তার রবের হক আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করবে, নারী যদি পালন (উট বা ঘোড়ার পিঠের বসার গদী) উপর বসে থাকে আর ঐ সময় যদি তার স্বামী তাকে ডাকে তখনও তার স্বামীর ডাক প্রত্যাক্ষাণ করা অনুচিত"। (ইবনু মাযা)[৩৯]

মাসআলা-৫৩ঃ কোন নারীর পক্ষে তার স্বামীর হক যথাপোযুক্ত ভাবে আদায় করা সম্ভব নয়ঃ

عن ابى سعيد (رضى الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال حق الزوج على زوجته ان لو كانت به قرحة فلحستها ما ادت حقه (رواه الحاكم وابن حبان وابن ابى شيبة والدار قطنى والبيهقى)

অর্থঃ" আবুসাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক এতটুকু যে, স্বামীর শরীর যদি যখম হয়, আর স্ত্রী তা চেটে চেটে খায় তবুও স্বামীর হক যথাপোযুক্তভাবে আদায় হবে না"। (হাকেম,ইবনু হিব্বান, ইবনু আবি শাইবা, দার কুতনী, বাইহাকী)[40]

---

39 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা। খঃ১,হাদীস নং-১৫৩৩।

40 - আলবানী লিখিত সহীহ আলা জামে আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,খঃ৩, হাদীস নং-৩১৪৩।

মাসআলা-৫৪ঃ স্বামীর হক আদায় না কারী স্ত্রীর জন্য জান্নাতের হুররা বদ দুয়া করেঃ

عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا تودى امراة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا توذ يه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل اوشك ان يفارقك الينا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "মোয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন হুরে ইনদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত স্ত্রী বলেঃ আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক, তাকে কষ্ট দিওনা, সে অল্প কিছু দিনের জন্য তোমাদের নিকট আছে, খুব শিঘ্রই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।" (ইবনু মাযা)[41]

***

41 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা। ২ঃ১,হাদীস নং-১৬৩৭।

حقوق الزوج

স্বামীর অধিকারসমূহ

মাসআলা-৫৫ঃ দাম্পত্য নিয়ম অনুযায়ী (ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী নয়) স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা স্ত্রীর জন্য জরুরীঃ

মাসআলা-৫৬ঃ স্ত্রী যদি স্বামীর নির্দেশনা অনুযায়ী না চলে তাহলে প্রথমে তাকে বুঝানো, এর পর ধমক এবং বিছানা পৃথক করা এর পর হালকা মারধর করার অধিকার স্বামীর আছেঃ

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (سورة النساء: ٣٤)

অর্থঃ "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে, সেমতে নেক্কার স্ত্রী লোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাযত যোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্ত রালেও তার হেফাযত করে, আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশন্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও,তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়,তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ" (সূরা নিসাঃ ৩৪)

মাসআলা-৫৭ঃ সামর্থ অনুযায়ী স্বামীর সেবা করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিবঃ

عن حصين بن محصن رضى الله عنه قال حدثنى عمتى قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الحاجة فقال: اى هذه اذات بعل قلت نعم قال كيف انت له؟ قلت ما آلوه الا ما عجزت عنه قال فانظرى اين انت منه فانما هو جنتك ونارك (رواه احمد والطبرانى والحاكم والبيهقى)

অর্থঃ" হুসাইন বিন মোহসিন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃআমার চাচা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছে, তিনি বলেনঃ আমি কোন প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ কোন নারী এসেছে, সেকি বিবাহিতা? আমি বললাম হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন তোমার সাথে তোমার স্বামীর সম্পর্ক কেমন? আমি বললামঃ আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী তার সেবা করতে কখনো কোন ত্রুটি করি না। তিনি বললেনঃ আচ্ছা বলঃ তার দৃষ্টিতে তুমি কেমন? স্মরণ রাখ! সে তোমার জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম"। (আহমদ, ত্বাবারানী, হাকেম,বাইহাকী)[42]

عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لو کنت آمرا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (رواه الترمذی)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি যদি কাউকে অন্য কোন মানুষকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নিদের্শ দিতাম সেযেন তার স্বামীকে সেজদা করে"। (তিরমিযী)[43]

নোটঃ কোন বিষয়ে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানী মূলক কোন নির্দেশ দেয়, তাহলে তা কোন ভাবেই পালন করা যাবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির নির্দেশ পালন করা যাবে না"। (আহমদ)

মাসআলা-৫৯ঃ স্বামীর সর্ব প্রকার বৈধ কামনা পূর্ণকরা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لایحل للمراة ان تصوم وزوجها شاهد، ولا تأذن فی بیته الا بأذنه وما انفقت من نفقة عن غیر امره فانه یؤدی الیه شطره (رواه البخاری)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা নিষেধ এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন নারী বা পুরুষকে ঘরে

42- আলবানী লিখিত -আদাবুয্ যুফাফ,পৃঃ২৫৮।

43 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী। খঃ১,হাদীস নং-৯২৬।

আসতে দেয়াও নিষেধ। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে স্বামী অর্ধেক সোয়াব পাবে"। (বোখারী)[44]

عن طلق بن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فليأته، وان كانت على التنور (رواه الترمذی)

অর্থঃ "তলক বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন স্বামী তার স্ত্রীকে স্বীয় প্রয়োজনে ডাকবে, তখন তার উচিত সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত হওয়া, যদিও সে চুলায় কর্মরত থাকুক না কেন"। (তিরমিযী)[45]

মাসআলা-৬০ঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ সংরক্ষণ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن ابی امامة الباهلی رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول فی خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله ! ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا (رواه الترمذی)

অর্থঃ"আবু উমাম বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বিদায় হজ্বের বছর তাঁর খুতবায় বলেছেনঃ স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কোন কিছু তার অনুমতি ব্যতীত খরচ করবে না, জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খাবার ও কি খাওয়াবে না? তিনি বললেনঃ খাবারতো আমাদের সম্পদের মধ্যে উত্তম সম্পদ। (অর্থাৎঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত খাবারও খাওয়াতে পারবে না)" (তিরমিযী)[46]

মাসআলা-৬১ঃ স্বামীর অনপুস্থিতিতে স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিবঃ

44 -কিতাবুন নিকাহ,বাব লা তা'যান মারআ ফি বাইতি যাওযিহা লি আহাদ ইল্লা বি ইযনিহি।

45 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী। খঃ১,হাদীস নং-৯২৭।

46 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী। খঃ১,হাদীস নং-৫৩৮।

عن جابر رضى الله عنه فى خطبة حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عليهن ان لا يوطئن فرشكم احد تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح (رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিদায় হজ্বের খুতবার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর! কেননা তোমরা আল্লাহ্র সাথে অঙ্গিকার করে তাদেরকে গ্রহণ করেছ, তাদের লজ্জাস্থান আল্লাহ্র নিদের্শে তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে। তাদের প্রতি তোমাদের এ অধিকার আছে যে তোমাদের অপছন্দনীয় কোন ব্যক্তিকে তারা তোমাদের ঘরে আসতে দিবে না। যদি তারা তা করে (এমন লোককে তোমাদের ঘরে আসতে দেয় যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর না) তাহলে তোমাদের জন্য এ অনুমতি আছে যে তোমরা তাদেরকে হালকা মারধর করবে"।(মুসলিম)[47]

মাস আলা-৬২ঃ সুবিধা ও অসুবিধা সকল অবস্থায় স্ত্রীকে স্বামীর জন্য অনুগ্রহ পরায়ন হওয়া ওয়াজিবঃ

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رايت النار فلم ار كاليوم منظرا قط ورايت اكثر اهلها النساء، قالوا لم يا رسول الله؟ قال بكفرهن قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি আগুন দেখেছি কিন্তু আজকের ন্যায় এত ভয়ানক পরিস্থিতি আর কখনো দেখি নাই। জাহান্নামে আমি নারীদের আধিক্য দেখেছি, সাহাবাগণ বললঃ কেন হে আল্লাহ্র রসূল? তিনি বললেনঃ তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে, সাহাবাগণ বললঃ তারা কি আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ? তিনি বললেনঃ তারা

47 -কিতাবুল হাজ্ব,বাব হাজ্জাতুন্নাবী।

তাদের স্বামীর অকৃতজ্ঞ, তার অনুগ্রহকে তারা মূল্যায়ন করে না। নারীদের অবস্থা এইযে, তোমরা যদি জীবন ভর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যাও, আর তারা তোমাদের পক্ষ থেকে কোন সময় সামান্য একটু কষ্ট পায়, তখন তারা বলে কখনো তোমার কাছ থেকে ভাল কিছু পাই নাই"। (বোখারী)[৪৮]

***

[48] - কিতাবুন নিকাহ, বাব কুফরানুল আশীর।

اهمية حقوق الزوجة

স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব

মাসআলা-৬৩ঃ ইসলামী আইনগত দিক থেকে স্ত্রীর অধিকারসমূহ স্বামীর অধিকারের ন্যায়ই গুরুত্ব পূর্ণঃ

عن سليمان بن عمرو بن الاحوص رضى الله عنه قال حدثنى ابى انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ وذكر فى الحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم الا ان لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث (رواه الترمذى)

অর্থঃ "সুলাইমান বিন আমর বিন আহওয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে বিদায় হজ্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক খুতবায় আল্লাহ্র প্রশংসার পর লোকদেরকে নসিহত করলেন, তিনি এক হাদীসে এঘটনাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নারীদের ব্যাপারে ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তারা তোমাদের নিকট বন্দীর ন্যায়, হুশিয়ার হও, স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার রয়েছে, এমনিভাবে স্ত্রীদের ও স্বামীদের প্রতি অধিকার রয়েছে"। (তিরমিযী)[49]

মাসআলা-৬৪ঃ স্ত্রীদের অধিকার আদায় করা ওয়াজিবঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبرك انك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت بلى يا رسول الله ! قال فلا تفعل صم وافطر ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا (رواه البخارى)

49 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী। খঃ১,হাদীস নং-৯২৯।

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে আবদুল্লাহ্! আমি জানতে পারলাম যে তুমি নাকি একাধারে দিনে রোযা রাখছ আর রাতে নামায পড়ছ? আমি বললামঃ হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল, এরকমই করি। তিনি বললেনঃ এমন কর না, রোযাও রাখ আবার তা ভঙ্গও কর (নফল রোযা), (নফল) নামাযও পড় আবার আরামও কর, তোমার শরীরের প্রতি তোমার হক রয়েছে, তোমার চোখের প্রতি তোমার হক রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার হক রয়েছে"। (বোখারী)[50]

মাসআলা-৬৫ঃ স্ত্রীর হক আদায় না করা পাপের কারণঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى اثما ان يحبس عن من يملك قوته(رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একজন মানুষকে গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে যাদের খরচ বহন করা তার দায়িত্ব তাদের প্রতি খরচ না করা"। (মুসলিম)[51]

মাসআলা-৬৬ঃ স্ত্রীর হক আদায় না করা কবীরা গোনাহঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انى احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি দু'প্রকার দুর্বলের হক নষ্ট করা হারাম করছি, এতীম এবং স্ত্রী"। (ইবনু মাযা)[52]

মাসআলা-৬৭ঃ স্ত্রীর কাছ থেকে হরণ করা তার ন্যায্য অধিকার সমূহ কিয়ামতের দিন স্বামীকে আদায় করতে হবেঃ

---

50 - কিতাবুন নিকাহ,বাব লিযাওযিকা আলাইকা হাক।

51 - কিতাবুয্ যাকাত,বাব ফযলু নাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক।

52 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ২,হাদীস নং-২৯৬৭।

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيمة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একে অপরের হক অবশ্যই আদায় করতে হবে, এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরীর কাছ থেকে শিং হীন বকরীর বদলাও নেয়া হবে। (মুসলিম)[53]

নোটঃ চতুষ্পদ জন্তুর জন্য যদিও আযাব ও সওয়াব নেই তবুও কিয়ামতের দিন একের কাছ থেকে অপরের হক আদায় করে দেয়ার জন্য তাদেরকে জীবিত করা হবে, এ থেকে বান্দার হকের গুরুত্ব বুঝা যায়।

মাসআলা-৬৮ঃ স্ত্রীর প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত থাকা উচিতঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فانها تصعد الى السماء كانها شرارة (رواه الحاكم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মাযলুমের(অত্যাচারিতের) বদ দুয়া থেকে সতর্ক থাক, কেননা তার দুয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দ্রুত আকাশে চলে যায়"। (হাকেম)[54]

***

53 - কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব তাহরিম আয্ যুলম।

54 - আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীসসহীহা খঃ২, হাদীস নং-৮৭০।

حقوق الزوجة

স্ত্রীর অধিকার সমূহ

মাসআলা-৬৯ঃ মোহর স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার যা আদায় করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (سورة النساء: ٢٤)

অর্থঃ "অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে তাকে তার নির্ধারিত হক দিয়ে দাও।" (সূরা নিসা-২৪)

মাসআলা-৭০ঃ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করা স্ত্রীর ন্যায্য পাওনা স্বামী সন্তুষ্ট চিত্ত্বে তা পালন করা তার জন্য ওয়াজিবঃ

عن حكيم بن معاوية رضى الله عنه عن ابيه ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على زوج؟ قال ان يطعمها اذا طعم وان يكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا فى البيت (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" হাকিম বিন মোয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কি? তিনি বললেনঃ যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি নিজে পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে, তার চেহারায় আঘাত করবে না, গালি গালাজ করবে না, আর যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় তাহলে স্বীয় ঘরে রেখেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে"। (ইবনু মাযা)[55]

মাসআলা-৭১ঃ পিতা-মাতার পর সর্বাধিক উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকারী স্ত্রীঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم (رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মুমেন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রের

55 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৫০০।

দিক থেকে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম"। (তিরমিযী)[56]

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته فی سبيل الله ودينار انفقته فی رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك ، اعظمها اجرا الذی انفقته على اهلك (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একটি দিনার তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে, একটি দিনার তুমি কোন কৃতদাসকে আযাদ করার জন্য খরচ করলে, একটি দিনার তুমি কোন মিসকীনকে দান করলে, একটি দিনার তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, সোয়াবের দিক থেকে ঐ দিনারটি সবচেয়ে উত্তম যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে"। (মুসলিম)[57]

عن عمرو بن امية الضمری رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اعطى الرجل امراته فهو صدقة (رواه احمد)

অর্থঃ" আমর বিন উমাইয়্যা আযযামেরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃস্বামী তার স্ত্রীর জন্য যা কিছু খরচ করে তা সবই সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে"। (আহমদ)[58]

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضی منها آخر (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মোমেন পুরুষ যেন কোন মোমেন নারীকে অপছন্দ না করে, যদি তার এক দিক অপছন্দ হয় তবে অন্য কোন দিক পছন্দ হবে"। (মুসলিম)[59]

---

56 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী। খঃ ১,হাদীস নং-৯২৮।

57 - কিতাবুয্ যাকা,বাব ফযলুনাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক।

58 - কিতাবুননিকাহ বাব আলওসিয়্যা বিন্নিসা।

59 - কিতাবুননিকাহ বাব আলওসিয়্যা বিন্নিসা।

عن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لايجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى أخر اليوم (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন যাময়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে কৃতদাসের ন্যায় প্রহার না করে, আবার রাতে তার সাথে সহবাস করে"। (বোখারী)[60]

মাসআলা-৭২ঃ স্ত্রীর দাম্পত্য চাহিদা পূরণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه يقول سمعت سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون رضى الله عنه التبتل ولو اذن له لاختصينا (رواه البخارى)

অর্থঃ "সাঈদ বিন মোসাইয়্যেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসমান বিন মাযউন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে নিষেধ করেছেন, যদি তিনি ওসমান বিন মাযউন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম (পুরুষত্বকে দুর্বল করে দিতাম)" (বোখরী)[61]

মাসআলা-৭৩ঃ স্ত্রীকে কোরআ'ন ও হাদীসের শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহ্ ভীরু থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم فى فى الله (رواه احمد)

অর্থঃ "মোয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ সাধ্য অনুযায়ী পরিবারের প্রতি খরচ করতে থাক,

---

60 - কিতাবুন্নিকা বাব মা ইয়ুকরিহু মিন যারবিন্নিসা।

61 - কিতাবুন নিকাহ, বাব মা ইয়ুকরাহু মিনাতাবাত্তুল।

তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের উপর থেকে লাঠি উঠাবা না। আর তাদেরকে আল্লাহ্ভীরু হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে থাক"। (আহমদ)[62]

عن علی بن ابی طالب(رضی الله عنه) فی قوله عزوجل قوا انفسکم و اهلیکم نارا , قال علموا انفسکم واهلیکم الخیر (رواه الحاکم)

অর্থঃ"আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্র বাণী" তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও" এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পরিবারকে সু শিক্ষায় শিক্ষিত কর"। (হাকেম)[63]

মাসআলা-৭৪ঃ স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করা স্বামীর উপর ওয়াজিবঃ

عن ابن عمر (رضی الله عنهما) قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثة لایدخلن الجنة العاق لوالدیه والدیوث ورجلة النساء (رواه البیهقی)

অর্থঃ "ইবনে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে নাঃ পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইউস, নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ"। (বাইহাকী)[64]

নোটঃ দায়উস বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার স্ত্রীর নিকট গাইর মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) লোক আসে, অথচ এতে তার আত্মমর্যাদা বোধে আঘাত লাগে না।

قال سعد بن عبادة (رضی الله عنه) لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف غیر مسفح فقال النبی صلی الله علیه وسلم اتعجبون من غیرة سعد؟ لانا اغیر منه والله اغیر منی (رواه البخاری)

অর্থঃ" সা'দ বিন ওবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে দেখি, তাহলে তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদা বোধ দেখে

---

62 - নাইলুল আওতার, কিতাবুন নিকাহ, বাব ইহসানুল আসীরা ওয়া বায়ান হাক্কু যাওযাইন।

63 -মানহাজুত্তারবিয়া আন নুবুবিয়া লিত্তিফল, লি শাইখ মুহাম্মদ নূর বিন আবদুল হাফিয আস্‌সুওয়াইদ পৃঃ২৬।

64 - আলবানি লিখিত সহীহ্ আলা জামে আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু,খঃ৩, হাদীস নং-৩০৫৮।

আশ্চার্য হচ্ছ? কিন্তু আমি তার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন। আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন"। (বোখারী)[65]

মাসআলা-৭৫ঃ যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের মাঝে ইনসাফ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তাদের কোন একজনের দিকে বেশি ঝুকে গেল, (উভয়ের মাঝে ইনসাফ করল না) সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে, যেন সে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত"। (আবুদাউদ)[66]

***

65 -কিতাবুন্নিকাহ, বাব আলগিবা।

66 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ। খঃ২,হাদীস নং-১৮৬৭।

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ

মাসআলা-৭৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এবং তাঁর স্ত্রীগণের মাঝের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীঃ

عن عائشة(رضى الله عنها) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) كان اذا خرج اقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة رضى الله عنهما وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان بالليل سار مع عائشة رضى الله عنها يتحدث، فقالت حفصة (رضى الله عنها): الا تركبين الليلة بعيري واركب بعيرك تنظرين وانظر فقالت بلى، فركبت فجاء النبى صلى الله عليه وسلم الى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها بين الاذخير وتقول يارب سلط على عقربا او حية تلدغنى، ولا استطيع ان اقول له شيئا (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি কোন সফরে বের হলে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন (যে কে তাঁর সাথে যাবে) একদা লটারীতে আয়াশা ও হাফসা উভয়ের নাম উঠল, (উভয়েই তাঁর সাথে চলল) সফর কালে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অভ্যাস ছিল তিনি রাতে পথ চলার সময় তাঁর স্ত্রীদের সাথে কথা বলতেন, ঐ সফরে হাফসা আয়শাকে হাসতে হাসতে বললঃ আজ রাতে তুমি আমার উটে আরোহণ করবে, আর আমি তোমার উটে আরোহণ করব, তুমিও দেখ কি হচ্ছে আর আমিও দেখব কি হচ্ছে। অতএব আয়শা হাফসার উটে আর হাফসা আয়শার উটে আরোহণ করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের অভ্যাস অনুযায়ী আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উটের নিকট আসলেন, আর সেখানে ছিল হাফসা, তিনি হাফসাকে সালাম দিলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না এবং চলতে লাগলেন, এমন কি ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, আর এদিকে আয়শা ঐ রাতে তাঁর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকল, যখন তারা ঘরে পৌঁছল তখন আয়শা তার দু'পা

ইযখির ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহ্ কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও যা আমাকে দংশন করবে, আমিতো তাঁকে কিছুই বুঝাতে পারব না"। (বোখারী)[67]

মাসআলা-৭৭ঃস্বামী স্ত্রীর গোপন বিষয়সমূহঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لاعلم اذا كنت عنى راضية واذا كنت على غضبى قالت فقلت من اين تعرف ذلك ؟ فقال: اما اذا كنت عنى راضية فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت على غضبى قلت لا ورب ابراهيم قالت قلت اجل والله يارسول الله ما اهجر الا اسمك (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তুমি কখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তাও আমি বুঝি, আর কখন অসন্তুষ্ট থাক তাও আমি বুঝি। আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করল কিভাবে? তিনি বললেনঃ তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে বল মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রবের কসম! আর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলে বলঃ ইবরাহিম (আঃ) এর রবের কসম! আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললঃ ঠিক বলেছেন হে আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র কসম! অসন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত আর কখনো আমি আপনার নাম বাদ দেই না"। (বোখারী)[68]

মাসআলা-৭৮ঃ ভালবাসা প্রকাশের এক অপূর্ব দৃশ্যঃ

عن عائشة(رضى الله عنها) قالت رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من البقيع فوجدنى وانا اجد صداعا فى رأسى وانا اقول ورأساه، فقال: بل انا، يا عائشة ! ورأساه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك(رواه ابن ماجة)

---

67 - মোখতাসার সহীহ বোখারী লিযযুবাইদী, হাদীস নং-১৮৬২।

68 - মোখতাসার সহীহ বোখারী লিযযুবাইদী, হাদীস নং-১৮৬২।

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকী কবরস্থান থেকে (একটি জানাযা শেষে ফিরে আসলেন), তখন আমার ভীষণ মাথা ব্যথা ছিল, আমি বলছিলমা হায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে, তিনি বললেনঃ না তোমার নয় বরং আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে, এর পর বললেনঃ হে আয়শা যদি তুমি আমার আগে মৃত্যু বরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন দিবে, তোমার জানাযার নামায পড়ব, আর নিজেই তোমাকে দাফন করব"। (ইবনু মাযা)[69]

عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হায়েয অবস্থায় আমি পানি পান করতাম এবং পান পাত্রটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দিয়ে দিতাম, তিনি পান পাত্রের ঐ স্থানে মুখ রাখতেন যেখানে আমি মুখ দিয়েছি, মাসিক অবস্থায় আমি হাড্ডি থেকে মাংস খেয়ে তা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দিতাম, তিনি ঐ স্থান থেকে খেতেন যে অংশ টুকু আমি খেয়েছি"। (মুসলিম)[৭০]

মাসআলা-৭৮ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুঠিরে দুই সতিনের মাঝে আপোস মীমাংসাঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال كان النبى (صلى الله عليه وسلم) عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بصفحة فيها طعام فضربت التى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتها يد الخادم فسقطت الصفحة فانقفلت، فجمع النبى صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصفحة ويقول: غارت امكم ثم حبس الخادم حتى اتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها،

69 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১১৯৮।

70 -কিতাবুল হায়েয,বাব জাওয়ায গুসলি হায়েয রা'সা যাওযিহা।

فدفع الصحفة الصحيحة الى التى كسرت صحفتها و امسك المكسورة فى بيت التى كسرت فيه (رواه البخارى)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর(স্ত্রীদের মাঝে পালা অনুযায়ী) এক স্ত্রীর ঘরে ছিলেন, ইতি মধ্যে অন্য এক স্ত্রী একটি পাত্রে কিছু খাবার পাঠালেন, তিনি যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন সে স্ত্রী খাবার আনয়নকারী খাদেমের হাতে আঘাত করল, ফলে খাবারের পাত্রটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাত্রের টুকরগুলো একত্রিত করে খাবার গুলো উঠাতে লাগলেন, (আর সেখানে উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ) তোমাদের মার মধ্যে সতিনের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ লেগেছে। এর পর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং পাত্র ভঙ্গ কারী স্ত্রীর ঘর থেকে ভাল পাত্র এনে তা খাদেমকে দিয়ে দিলেন, আর ভাঙ্গা পাত্রটি ঐ ঘরে রাখলেন যেখানে তা ভেঙ্গেছে।" (বোখারী)[71]

নোটঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরে ছিলেন, তিনি তাঁর জন্য খাবার রান্না করতে ছিলেন এমতাবস্থায় যায়নাব বা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল, আর তা আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হেনেছে।

عن انس رضى الله عنه قال: بلغ صفية رضى الله عنها ان حفصة رضى الله عنها قالت انها بنت يهودى فبكت فدخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم وهى تبكى فقال ما يبكيك؟ قالت : قالت لى حفصة انى ابنة يهودى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انك لابنة نبى وان عمك لنبى وانك لتحت نبى ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: اتقى الله يا حفصة (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনেঃ সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জানতে পারলেন যে, হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে ইহুদীর মেয়ে বলেছে, সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একথা শুনে কাঁদতে লাগলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে দেখলেন সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কাঁদতেছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন কাঁদছ? সে বললঃ হাফসা আমাকে বলেছে আমি ইহুদীর মেয়ে। নবী (সাল্লাল্লাহু

71 -কিতাবুন নিকাহ বাবুল গীরা।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাকে সান্তনা দিয়ে) বললেনঃ তুমি নবীর মেয়ে, (মূসা (আঃ)। তোমার চাচা নবী (হারুন আঃ)। আর তুমি নবীর স্ত্রী (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাহলে হাফসা তোমার উপর কি করে গৌরব করতে পারে? এর পর তিনি হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে হাফসা তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর (এধরণের কথা আর কখনো বলবে না)"। (তিরমিযী)।

নোটঃ উল্লেখ্য, হাফসা ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মেয়ে ছিলেন, আর সাফিয়া ইহুদী সর্দার হুই বিন আখতাবের মেয়ে ছিলেন।

মাসআলা-৮০ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) স্ত্রীগণের প্রতি সার্বিক সজাগ দৃষ্টিঃ

عن انس (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) اتى على ازواجه و سواق يسوق بهن يقال له انجشة، فقال: ويحك يا انجشة رويدا سوقك بالقوارير (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সফর কালে) তাঁর স্ত্রী গণের নিকট আসল, চলার পথে উট চালনাকারী দ্রুত উট চালাচ্ছিল, তার নাম ছিল আনজাশা, তিনি বললেনঃ, হে আনজাশা তোমার অকল্যাণ হোক তুমি আস্তে আস্তে উট চালাও। আরোহণকারী নারীদের প্রতি লক্ষ্য রাখ"। (মুসলিম)[72]

***

72 -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব রহমাতু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিসা।

انواع الطلاق

ত্বালাকের প্রকারভেদঃ

মাসআলা-৮১ঃ ত্বালাক তিন প্রকারঃ

(১) সুন্নাত ত্বালাক (الطلاق المسنون), (২) বিদআতী ত্বালাক (الطلاق البدعى) ও (৩) বাতেল তালাক (الطلاق الباطل)।

الطلاق المسنون

সুন্নাতী ত্বালাক

মাসআলা-৮২ঃ হায়েয (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস না করা অবস্থায় তাকে এক ত্বালাক দেয়া, ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালে স্ত্রীকে স্বীয় ঘরে রাখা তার ব্যয় ভার বহন করা এটা সুন্নাতী ত্বালাকঃ

عن ابن عمر رضى الله عنهما انه طلق امراته وهى حائض فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى امر الله ان يطلق لها النساء (رواه مسلم)

অর্থঃ “আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে মাসিক অবস্থায় ত্বালাক দেন, (তার পিতা) ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তিনি উত্তরে বললেনঃ তাকে (আবদুল্লাহ্কে) নির্দেশ দাও সেযেন তার স্ত্রীকে ফেরত নেয় এবং তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দেয়, এর পর আবার মাসিক আসে এবং এথেকে পবিত্র হয়, এর পর যদি সে চায় তাহলে তার স্ত্রীকে রাখবে আর না চাইলে তার সাথে সহবাস করার আগে তাকে ত্বালাক দিবে। আর এটাই হল মেয়েদেরকে ত্বালাক দেয়ার ইদ্দত (মেয়াদ)। (মুসলিম)[73]

---

73 -কিতাবুত্তালাক।

الطلاق البدعى

বিদআ'তী ত্বালাক

মাসআলা-৮৩ঃ হায়েয (মাসিক) অবস্থায় স্ত্রীকে ত্বালাক দেয়া বিদআ'তী ত্বালাকঃ

মাসআলা-৮৪ঃ মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর ত্বালাক দেয়া বিদআ'তী ত্বালাকঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৯১নং মাসআলা দ্রঃ।

বিদাআ'তী ত্বালাক সুন্নাত বিরোধী হওয়া সত্বেও ত্বালাক হবে কিন্তু ত্বালাক দাতা গোনাহগার হবে।

الطلاق الباطل

বাতেল ত্বালাক

মাসআলা-৮৫ঃ বিয়ের আগেই ত্বালাক দেয়া বাতেল ত্বালাকঃ

عن على بن ابى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ বিয়ের পূর্বে কোন ত্বালাক নেই।" (ইবনু মাযা)[74]

মাসআলা-৮৬ঃ যোরপূর্বক দেয়া ত্বালাক বাতেলঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৮৭ঃ নাবালেগ,পাগল,মাতাল ব্যক্তির দেয়া ত্বালাক বাতেলঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغر حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق (رواه ابن ماجة)

74 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৬৬৮।

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন প্রকার লোক শরীয়তের বিধি বদ্ধতার উর্দ্ধে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, নাবালেগ যতক্ষণ না বলেগ হয়,পাগল যতক্ষণ না শুস্থ হয়।" (ইবনু মাযা)[75]

মাসআলা-৮৮ঃ মনে মনে দেয়া ত্বালাক বৈধ হবে না যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে তা বলা হবেঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به نفسها مالم تعمل به او تكلم به (رواه ابوداود و ابن ماجة)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার উম্মতের মনে মনে পরিকল্পনা করা বিষয়গুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা বাস্তবায়ন করে বা মুখে প্রকাশ করে।"(আবুদাউদ,ইবনু মাযা)[76]

মাসআলা-৮৯ঃ দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ স্ত্রীকেই ত্বালাক দেয়া যাবে বিবাহ ব্যতীত কাউকে ত্বালাক দেয়া যাবে নাঃ

عن عمرو بن شعيب عن ابه عن جده (رضى الله عنهم) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا طلاق فيما لايملك (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আমর বিন শুআইব তার পিতা থেকে সে তার দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার উপর মানুষের মালিকানা সত্ব নেই তাকে ত্বালাক দিতে পারবে না।" (ইবনু মাযা)[77]

***

75 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৬৬০।

76 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৬৫৯।

77 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৬৬৬।

صفة الطلاق

ত্বালাকের পদ্ধতি

মাসআলা-৯০ঃ হায়েয (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর ঐ অবস্থায় এক ত্বালাক দিতে হবেঃ

মাসআলা-৯১ঃ যেই পবিত্র অবস্থা চলাকালে ত্বালাক দিবে ঐ পবিত্রতার সময় সহবাস করা যাবে নাঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) قال: طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সুন্নাতী ত্বালাক পদ্ধতি হল (স্ত্রী মাসিক থেকে) পবিত্র অবস্থায় থাকা কালে, তার সাথে সহবাস না করে তাকে ত্বালাক দেয়া।" (ইবনু মাযা)[78]

মাসআলা-৯২ঃ রাযয়ী ত্বালাকের ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালে স্ত্রীকে স্বীয় ঘরে রাখা উচিতঃ

মাসআলা-৯৩ঃ রাযয়ী ত্বালাকের ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালে স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৩৭ ও ১৩৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৯৪ঃ এক সাথে শুধু একটি ত্বালাকই চলবেঃ

মাসআলা-৯৫ঃ ত্বালাকের ইদ্দত (মেয়াদ) তিন হায়েয (মাসিক) অতিক্রম হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবেঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) قال فى طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فاذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সুন্নাতী ত্বালাক পদ্ধতি হল প্রত্যেক মাসিক শেষে পবিত্র অবস্থায় একটি করে ত্বালাক দেয়া, তৃতীয় মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্ত্রীকে (শেষ) ত্বালাক দিবে, এর পর মহিলার যে মাসিক

78 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৬৪০।

আসবে তা শেষ হওয়া মাত্র তার ইদ্দত (ত্বালাকের মেয়াদ) শেষ হয়ে যাবে।" (ইবনু মাযা)[79]

مباحات الطلاق

ত্বালাকে বৈধ বিষয়সমূহ

মাসআলা-৯৬ঃ বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে ত্বালাক দেয়া বৈধঃ

﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سورة البقرة:٢٣٦)

অর্থঃ "স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং কোন মোহর নির্ধারণ করার পূর্বেও যদি ত্বালাক দিয়ে দাও তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দিবে, আর সামর্থবানদের জন্য তাদের সামর্থ অনুযায়ী এবং কম সামর্থবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা বহন করা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৩৬)

মাসআলা-৯৭ঃ শর্ত সাপেক্ষে বা ঝুলন্ত ত্বালাক দেয়া বৈধঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলমানরা তাদের শর্ত রক্ষা করে চলে।"(আবুদাউদ)[80]

নোটঃ শর্তযুক্ত ত্বালাক বলতে বুঝায় যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বললঃ যে "তুমি যদি এ ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তবে তোমাকে আমি ত্বালাক দিয়ে দিব"। এধরণের ত্বালাককে শর্ত যুক্ত ত্বালাক বা ঝুলন্ত ত্বালাক বলা হয়।

মাসআলা-৯৮ঃ ত্বালাকের ব্যাপারে স্ত্রীকে চিন্তার সুযোগ দেয়া বৈধঃ

---

79 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৬৪২।

80 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান আবুদাউদ। খঃ ২,হাদীস নং-৩০৬৩।

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: خيرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ত্বালাকের ব্যাপারে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু আমরা তাঁর সাথে জীবন-যাপন করাকেই বেছে নিয়েছি। এ সুযোগ দেয়াকে ত্বালাক হিসেবে গণ্য করা হয় নাই।" (আবুদাউদ)[81]

নোটঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, "যদি তুমি চাও তাহলে আমার সাথে জীবন যাপন করতে পার, আবার চাইলে চলেও যেতে পার, এতে যদি স্ত্রী ত্বালাককে বেছে নেয় তাহলে তা ত্বালাক হিসেবে গণ্য হবে।

মাসআলা-৯৯ঃ গর্বাবস্থায় ত্বালাক দেয়া বৈধঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) انه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر (رضى الله عنه) للنبى(صلى الله عليه وسلم) فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهى طاهر او حامل (رواه ابوداود، وابن ماجة)

অর্থঃ "ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে মাসিক চলাকালে ত্বালাক দিয়ে ছিলেন, ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ বিষয়টি অবগত করালেন, তিনি বললেনঃ তুমি তাকে নির্দেশ দাও সেযেন তার স্ত্রীকে ফেরত নেয়, এর পর তার স্ত্রী পবিত্র থাকা অবস্থায় যেন ত্বালাক দেয়, বা গর্ভাবস্থায় ত্বালাক দেয়।" (আবুদাউদ,ইবনু মাযা)[82]

***

81 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ। খঃ ২,হাদীস নং-১৯২৯।
82 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা। খঃ ১,হাদীস নং-১৬৪৩।

تطليق الثلاثاء

তিন ত্বালাক

মাসআলা-১০০ঃ এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধীঃ

মাসআলা-১০১ঃ এক সাথে তিন ত্বালাক দিলে এক ত্বালাকই হবেঃ

মাসআলা-১০২ঃ ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)তার শাসনামলের কিছু দিন অতিক্রম হওয়ার পর এক সাথে তিন ত্বালাক দেয়াকে শাস্তি স্বরূপ তিন ত্বালাক হিসেবেই গণ্য করেছেনঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وابى بكر (رضى الله عنه) و سنتين من خلافة عمر (رضى الله عنه) طلاق الثلاث واحدة وقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ان الناس استعجلوا فى امر كانت لهم فيه انساة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর শাসনামলের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত তিন ত্বালাককে এক ত্বালাক হিসেবেই গণ্য করা হত। এর পর ওমরা ইবনু খাত্তব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ যে বিষয়ে লোকদেরকে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল, ঐ বিষয়ে তারা তাড়াহুড়া করছে, (যা সুন্নাত বিরোধী) তাই আগামীতে আমি (শাস্তি) সরূপ এক সাথে দেয়া তিন ত্বালাককে তিন ত্বালাক হিসেবেই গণ্য করব। এর পর থেকে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় ফায়সালা কার্যকর করেছেন।" (মুসলিম)[83]

***

83 -কিতাবুত্বালাক, বাব ত্বালাকুসলাস।

احكام الخلع

খোলা ত্বালাকের নিয়ম

মাসআলা-১০৩ঃ যে স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করে সে তার স্বামীকে কিছু দিয়ে হলেও স্বামীর কাছ থেকে ত্বালাক চাইতে পারে একে খোলা ত্বালাক বলা হয়ঃ

মাসআলা-১০৪ঃখোলা ত্বালাকের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

ক) অপছন্দ নারীর পক্ষ থেকে হওয়া।

খ) অপছন্দ এধরণের হওয়া যে সম্পর্ক ছিন্ন না করলে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা হবে।

মাসআলা-১০৫ঃ খোলাত্বালাকের ব্যাপারে যদি স্বামী এবং স্ত্রী বা তাদের আত্মীয় স্বজন কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে না পারে তাহলে স্ত্রীর ইসলামী আদালতের আশ্রয় নেয়ার অধিকার আছেঃ

মাসআলা-১০৬ঃ খোলা ত্বালাকের ব্যাপারে স্ত্রীর কাছ থেকে নেয়া অনুদান মোহর পরিমান বা তার কম বা বেশি হতে পারে তবে কিছু পরিমানে হলেও হতে হবেঃ

মাসআলা-১০৭ঃ খোলা ত্বালাকে শুধু এক ত্বালাকেই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবেঃ

﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

অর্থঃ "ত্বালাক রাজয়ী হল দু'বার পর্যন্ত, এর পর হয় নিয়ম অনুযায়ী রাখবে আর না হয় সুহৃদয়তার সাথে বর্জন করবে, আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমার জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এ হল আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না, বস্তুত যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লজ্ঘন করবে, তারাই হল জালেম।" (সূরা বাক্বারাঃ ২২৯)।

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان امرأة ثبت بن قيس (رضى الله عنه) اتت النبى (صلى الله عليه وسلم) فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى اكره الكفر فى الاسلام فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم! قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমি সাবেত বিন কায়েসের ধর্মভীরুতা, চরিত্রের কোন দোষ দিচ্ছিনা বরং মুসলমান হয়ে স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া আমার পছন্দ নয়, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সাবেতের পক্ষ থেকে মোহর হিসেবে তোমাকে দেয়া বাগান ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ? সে বললঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবেত বিন কায়েসকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার বাগান ফিরত নিয়ে তাকে এক ত্বালাক দিয়ে দাও।" (বোখারী)[84]

মাসআলা-১০৮ঃ খোলা ত্বালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত (ত্বালাকের জন্য পালিত মিয়াদ) এক হায়েয ঃ

عن الربيع بن معوذ بن عفراء(رضى الله عنها) انها اختلعت على عهد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) فامرها النبى او امرت ان تعتد بحيضة(رواه الترمذى)

অর্থঃ"রাবি বিনতু মুওয়ায়েয বিন আফরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা ত্বালাক নিয়ে ছিলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নির্দেশ দিলেন সে যেন এক হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত অতিক্রম করে।" (তিরমিযী)[85]

---

84 -কিতাবুল খাল বাবুল খাল।

85 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী। খঃ ১,হাদীস নং-৯৪৫।

নোটঃ খোলা ত্বালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নেয়ার ক্ষমতা রাখে না, তবে এ স্বামী স্ত্রী চাইলে নিজেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (তাফহিমুল কোরআ'ন, খঃ১, পৃঃ ১৭৬)।

মাসআলা-১০৮ঃ বিনা কারণে খোলা ত্বালাক গ্রহিতা নারী মুনাফেকঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি মাসআলা নং-৫, দ্রঃ।

মাসআলা-১০৯ঃ যে স্বামী তার স্ত্রীর খরচ যথাযথভাবে আদায় না করে ঐ স্ত্রী ইচ্ছা করলে খোলা ত্বালাক নিতে পারবেঃ

عن سيعد بن المسيب (رضى الله عنه) كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما (رواه مالك)

অর্থঃ" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল, অথচ সে তার সাথে সহবাসের ক্ষমতা রাখে না, তাহলে ঐ পুরুষকে এক বছরের সুযোগ দিতে হবে তার চিকিৎসার জন্য, এসময়ে যদি সে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে ভাল, আর না হলে স্বামী স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে।" (মালেক)[86]

***

86 -মোয়াত্ব ইমাম মালেক, বাব আযাল আল্লাযি লা ইয়ামাচ্ছু ইমরাআতাহু।

احكام اللعان

লিআ'নের বিধান

মাসআলা-১১২ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ব্যভীচারিনী বলে দৃঢ় হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পদ্ধতি হল ঐ স্বামী ইসলামী আদালতে গিয়ে চার বার নিজে এ সাক্ষী দিবে যে,"আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি এ নারী ব্যভীচারিনী" আর পঞ্চম বারে বলবে যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত, যদি নারী তা স্বীকার করে তাহলে ইসলামী আদালত তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নিদের্শ দিবে, আর যদি নারী তা অস্বীকার করে তাহলে সেও নিম্নোক্ত কথাটি চার বার বলবেঃ" আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি এ পুরুষ মিথ্যুক" আর পঞ্চম বার বলবেঃ যদি এ পুরুষ সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত, এরপর স্বামী স্ত্রী উভয়ের মাঝের সম্পর্ক আদালত ছিন্ন করে দিবে, একে ইসলামের পরিভাষায় লিআ'ন করা বলা হয়ঃ

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة النور:٦-٩)

অর্থ" এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চার বার বলবে সে অবশ্যই সত্য বাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে যে যদি সে মিথ্যা বাদী হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চার বার বলে যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যা বাদী এবং পঞ্চম বার বলবে যে যদি তার স্বামী সত্য বাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে।" (সূরা নূরঃ ৬-৯)

মাসআলা-১১৩ঃ লিআ'নের পর পুরুষের উপর থেকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং নারীর ব্যভীচারের শাস্তিও বাতিল হয়ে যাবেঃ

মাসআলা-১১৪ঃ লিআ'ন কেবল শরঈ আদালতেই হতে পারেঃ

মাসআলা-১১৫ঃ লিআ'নের পূর্বে বিচারকের উচিত স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই অন্যায় স্বীকার করানোর জন্য উৎসাহিত করা যদি কেউ অন্যায় স্বীকার না করে তাহলে লিআ'ন করাতে হবেঃ

মাসআলা-১১৬ঃ ব্যক্তিগত ধারণার ভিত্তিতে বিচারক শাস্তি জারি করতে পারবে না যতক্ষণ না সাক্ষী পাওয়া যাবেঃ

عن ابن عباس(رضى الله عنهما) ان هلال بن امية قذف امرأته عند النبى (صلى الله عليه وسلم) بشريك بن سمحاء فقال النبى(صلى الله عليه وسلم) البينة او حد فى ظهرك فقال : يا رسول الله اذا راى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: البينة و الا حد على ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق انى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد فنزل جبرائيل وانزل عليه (والذين يرمون ازواجهم) فقرأ حتى بلغ (ان كان من الصادقين) فجاء هلال، فشهد والنبى (صلى الله عليه وسلم) يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا انها موجبة قال ابن عباس(رضى الله عنهما) فتلكات ونكصت حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا افضح قومى سائر اليوم فمضت وقال النبى (صلى الله عليه وسلم) ابصروا ها فان جائت به اكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء فجائت به كذلك قال النبى(صلى الله عليه وسلم) لولا مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, হেলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তার স্ত্রীর সাথে শরিক বিন সামহার ব্যভিচারের অভিযোগ করল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সাক্ষী আন আর নাহয় তোমার পিঠে শাস্তি কার্যকর করা হবে, হেলাল বিন

উমাইয়্যা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদের মধ্যে কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে ব্যভীচার করতে দেখবে, তখন কি সে সাক্ষী খুঁজতে যাবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বিতীয়বারও একেই কথা বললেন। সাক্ষী আন আর নাহয় তোমার পিঠে শাস্তি কার্যকর করা হবে। হেলাল বিন উমাইয়্যা বললঃ ঐ সত্বার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি সত্য বাদী, আর আল্লাহ্ এব্যাপারে অবশ্যই কোন আয়াত অবতীর্ণ করবেন, যার মাধ্যমে আমার পিঠ শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। অতঃপর জিবরীল এ আয়াত নিয়ে আসলেন" হে লোকেরা যারা নিজের স্ত্রীর উপর অপবাদ দিয়ে থাক" ... "যদি সে সত্যবাদী হয় পর্যন্ত" অবতীর্ণ হল, (সূরা নূর-৬:১০)। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসল এবং লিআ'ন করল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বামী স্ত্রী উভয়কে লক্ষ্য করে বললেনঃনিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন যে তোমাদের দু'জনের মধ্যে যেকোন একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী, তোমাদের কোন একজন কিঁ তার মিথ্যাকে স্বীকার করে তাওবা করবে? কেউ তাওবা করল না এবং নারী লিআ'ন করার জন্য উঠে দাঁড়াল, সে চার বার সাক্ষ্য দিল যে পুরুষটি মিথ্যুক, আর পঞ্চম বারে সাক্ষী দিতে গেলে লোকেরা তাকে বাধা দিল যে পঞ্চম বারের সাক্ষ্য আল্লাহ্র গজবের ব্যাপারে, অতএব ভাল করে চিন্তা করে দেখ, আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেনঃ মহিলা থেমে গেল এবং জোরে জোরে কাঁদতে লাগল, আমরা ভাবছিলাম মেয়েটি হয়ত তার ভুল স্বীকার করবে কিন্তু সে বললঃ আমি আমার বংশকে অপমানিত করতে চাইনা, এবলে সে পঞ্চম বারের সাক্ষ্য দিয়ে দিল,"যদি পুরুষ সত্য বাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহ্র গজব আসুক"। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তার প্রতি তোমরা লক্ষ্য রাখবে যদি সে কালো চোখ, বড় পাছা এবং মোটা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে তা শরিকের সন্তান হবে, সন্তানটি এরূপই হয়ে ছিল, বাচ্চা হওয়ার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি আল্লাহ্র কিতাবের বিধান লেআ'ন না হত, তাহলে আমি ঐ নারীকে পাথর মেরে হত্যা করার ব্যবস্থা করতাম।" (বোখারী)[87]

মাসআলা-১১৭ঃ লিআ'নের পর জন্মগ্রহণকারী সন্তান পিতার পরিবর্তে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত হবেঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة (رواه البخارى)

87 -আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবিহ,খ৽২, হাদীস নং-৩৩০৭।

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন পুরুষ ও নারীর মাঝে লিআ'ন করালেন,পুরুষ বললঃ এ সন্তান আমার নয়, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন এবং বাচ্চার বংশিয় সম্পর্ক নারীর সাথে করে দিলেন।" (বোখারী)[৮৮]

মাসআলা-১১৮ঃ লিআ'নের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া নারী ও পুরুষ পরস্পরের মাঝে আর কখনো কোনভাবে বিয়ে করতে পারবে নাঃ

عن سهل بن سعد(رضى الله عنه) قال حضرت عند رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فمضت السنة بعد فى المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لايجتمعان ابدا (رواه ابوداود)

অর্থঃ "সাহাল বিন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (ওয়াইমের এবং তার স্ত্রীর মাঝে লিআ'ন করানোর সময়) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন থেকে পরস্পরের মাঝে লিআ'ন কারী নারী ও পুরুষের ব্যাপারে এ নিয়ম চালু হয়েছে যে, তারা উভয়ে পরস্পরে আর কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।" (আবুদাউদ)[89]

মাসআরা-১১৯ঃ লিআ'নের পর মায়ের প্রতি সম্পর্ক কৃত বাচ্চা মায়ের ওয়ারিস হবে এবং মাও তার ওয়ারিস হবেঃ

মাসআরা-১২০ঃ লিআ'নের পর নারী বা পুরুষকে কেউ ব্যভীচারী বললে তার উপর শাস্তি আরোপিত হবেঃ

মাসআলা-১২১ঃ লিআ'নকারী নারী ও পুরুষের কোলে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানকে জারজ সন্তান বললে তার উপরও শাস্তি আরোপিত হবেঃ

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (رضى الله عنهم) قال قصلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى ولد المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه ومن رماها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانينرزواه احمد)

---

88 - কিতাবুত্বালাক,বাব ইয়ুলহাকু ওলাদ বিলমোলাআনা।

89 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ। খঃ ২, হাদীস নং-১৯৬৯।

অর্থঃ"আমর বিন শুআইব তার পিতা থেকে, সে তার দাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লিআ'ন কারীদের সন্তানদের ব্যাপারে ফায়সালা করেছেন যে, মা সন্তানের এবং সন্তান মায়ের ওয়ারিস হবে, যদি কেউ ঐ নারীকে ব্যভীচারিনী বলে তাহলে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে, আর যে ব্যক্তি ঐ সন্তানকে জারজ সন্তান বলবে তাকেও ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে।" (আহমদ)[90]

মাসআলা-১২২ঃ নর ও নারীর মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত লিআ'ন করানো না হবে ততক্ষণ বাচ্চা পিতার বংশের প্রতিই সম্পৃক্ত হবেঃ

عن ابی هريرة(رضی الله عنه) ان النبی(صلی الله عليه وسلم) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه النسائی)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ বাচ্চার অধিকারী স্বামী, আর ব্যভীচারীর জন্য পাথর।" (নাসায়ী)[91]

***

90 - নাইলুল আওতার কিতাবুল্লিআ'ন,বাব মাযায়া ফি কাযফিল মোতালায়েনা।

91 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসয়ী। খঃ ২, হাদীস নং-৩২৫৮।

احكام الظهار

জিহার (সাদৃশ্যতার) বিধান

মাসআলা-১২৩ঃ স্ত্রীকে মা বা বোন বলে নিজের জন্য হারাম করে নেয়া নিষেধ, ইসলামের দৃষ্টিতে তাকে জিহার বলা হয়ঃ

মাসআলা-১২৪ঃ জিহারের কারণে স্ত্রী চিরতরে হরাম হবে না, তবে ফিরত নেয়ার আগে কাফ্ফারা আদায় করতে হবেঃ

মাসআলা-১২৫ঃ জিহারের কাফ্ফারা হল একজন গোলাম আযাদ করা বা একাধারে দু'মাস রোযা রাখা বা ৬০ জন মিশকীনকে খাবার খাওয়ানো ঃ

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.﴾ (سورة المجادلة:٢-٤)

অর্থঃ" তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, (মায়ের সাথে তুলনা করে) তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়, যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মাতা, তারাতো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ক্ষমাশীল, যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এর দ্বারা তোমাদেরকে সদউপদেশ দেয়া হয়, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখে। কিন্তু যার এসামর্থ থাকবে না একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাধারে দুইমাস রোযা রাখতে হবে, যে তাতেও অসমর্থ হবে সে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে, এটা এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর, এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান কাফেরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (সূরা মুজাদালা-২,৪)

মাসআলা-১২৬ঃ জিহার করার পর যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয় তাহলে তাকে তাওবা করতে হবে তবে এজন্য অতিরিক্ত কাফ্ফারা লাগবে নাঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان رجلا اتى النبى(صلى الله عليه وسلم) قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يارسول الله انى ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل ان اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله، قال: رايت خلخا لها فى ضوء القمر : قال : فلا تقربوها حتى تفعل ما امرك الله (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল, যে তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে ছিল, কিন্তু কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে নিয়েছে। সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি আমার স্ত্রীর সাথে জিহার করেছি; কিন্তু কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করেছি, তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুক, কিসে তোমাকে এ কাজে উৎসাহিত করেছিল? সে বললঃ আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের অংশবিশেষ দেখেছিলাম এবং নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নাই, তিনি বললেনঃ পরবর্তীতে কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত আর তার নিকটবর্তী হবে না।" (তিরমিযী)[92]

***

92 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ। খঃ ১,হাদীস নং-৯৫৮।

احكام الايلاء

ইলার বিধান

মাসআলা-১২৭ঃ চার মাসের কম সময়ের জন্য সতর্কতাসরূপ স্ত্রীর যৌবনের চাহিদা পূরণ না করার অনুমতি আছে ইসলামে তাকে "ইলা" বলা হয়ঃ

মাসআলা-১২৮ঃ ইলার সর্বাধিক মেয়াদ চার মাস অতিক্রম হওয়ার পর স্বামীকে হয় ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আর না হয় ত্বালাক দিতে হবেঃ

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.﴾ (سورة البقرة: ٢٢٦-٢٢٧)

অর্থঃ"যারা স্বীয় পত্নীগণ হতে পৃথক থাকার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে,অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তীত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুনাময়, পক্ষান্তরে যদি তারা ত্বালাক দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।" (সূরা বাকারাঃ ২৬, ২৭)

নোটঃ কোন প্রয়োজনে বা সুবিধার্থে উভয়ের সম্মতি চিত্তে স্বামীকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে চার মাস বা তার অধিক সময় দূরে থাকা বৈধ।

মাসআলা-১২৯ঃ ক্ষতি করার জন্য ইলা করা নিষেধঃ

عن ابى صرمة (رضى الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله عليه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবু সারমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কারো ক্ষতি করবে আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন, যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দিবে আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দিবেন।" (ইবনু মাযা)[93]

মাসআলা-১৩০ঃ ইলার সর্বোচ্চ মেয়াদ চার মাস অতিক্রম হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করলে বা ত্বালাক না দিলে স্ত্রী ইসলামী আদালতের স্মরণাপন্ন হতে পারবে এবং আদালত স্বামীকে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন বা ত্বালাক যেকোন একটির জন্য বাধ্য করতে পারবেঃ

93 - আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা খঃ ২,হাদীস নং-১৮৯৭।

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামীকে বাধ্য করা যাবে সেযেন তার স্ত্রীকে ত্বালাক দেয়।" (বোখারী)[94]

নোটঃ ইলার ফলে স্বামী যদি স্ত্রীকে ত্বালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী সাধারণ ত্বালাকের ইদ্দত পালন করবে।

মাসআলা-১৩১ঃ যদি স্বামী কসমের সময় অতিক্রম কারার আগে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাকে স্বীয় কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবেঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم)قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে এর পর তার বিপরিদ দিকটিকে ভাল মনে করে তাহলে সে তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে ভাল দিকটি গ্রহণ করবে।" (মুসলিম)[95]

নোটঃকসমের কাফ্ফারা হল ঃ দশ জন মিশকিন খাওয়ানো, বা তাদেরকে কাপড় চোপড় দান করা, বা একজন গোলাম আযাদ করা, এর কোন একটি করারমত ক্ষমতা না থাকলে তিন দিন রোযা রাখবে। (সূরা মায়েদাঃ ৮৯)

মাসআলা-১৩২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এক মাসের জন্য ইলা করে ছিলেনঃ

---

94 -কিতাবুত্বালাক,বাব কাওলিল্লাহ তা'লা লিল্লাযিনা ইয়ুওয়াল্লুনা মিন নিসায়িহিম তারাব্বাসু আরবাতা আসহুর।

95 -কিতাবুল ঈমান,বাব নুদুব মান হালাফা ইয়ামিনান ফারায়া গাইরাহা খাইরাম মিনহা।

عن انس بن مالك(رضى الله عنه) الى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام فى مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله! آليت شهرا؟ فقال: الشهر تسع وعشرون (رواه البخارى)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় স্ত্রীগণের সাথে ইলা করেছিলেন, তখন তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ২৯ দিন পর্যন্ত আলাদা ঘরে থাকলেন এবং ২৯ দিন পর ফিরে আসলেন, তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনিতো একমাসের জন্য কসম করে ছিলেন? তিনি বললেনঃ ২৯ দিনেও মাস পূর্ণ হয়।" (বোখারী)[96]

***

96 -কিতাবুত্বালাক, বাব কাউলিল্লাহি তাআ'লা লিল্লাযিনা ইয়ুলুনা মিন নিসায়িহিম।

العدة

ইদ্দতের (মাসিকের মেয়াদ) বিধান

মাসআলা-১৩৩ঃ বয়সের কারণে যেসমস্ত নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ত্বালাকের ইদ্দত হল তিন মাসঃ

মাসআলা-১৩৪ঃ বয়স কম হওয়ার কারণে যে সমস্ত নারীদের মাসিক এখনো শুরু হয়নাই তাদের ত্বালাকের ইদ্দতও তিন মাসঃ

মাসআলা-১৩৫ঃ গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া চাই তা ত্বালাকের কয়েক দিন পরে হোক বা কয়েক সপ্তাহ পরে হোকঃ

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.﴾ (سورة الطلاق:٤)

অর্থঃ "তোমাদের যেসব স্ত্রীর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত ধরা হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে উপনিত হয়নি তাদেরও, আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।" (সূরা ত্বালাক-৪)

মাসআলা-১৩৬ঃ ইদ্দত চলাকালে নারী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে নাঃ

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.﴾ (سورة البقرة: ٢٣٢)

অর্থঃ" এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে ত্বালাক দাও, এর পর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়ে যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের জন্য এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম (ব্যবস্থা) এবং আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত আছেন   তোমরা তা অবগত নও।" (সূরা বাক্বারাঃ ২৩২)

মাসআলা-১৩৭ঃ ইদ্দত চলাকালে রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) ত্বালাকের স্ত্রীদেরকে স্বামীর সাথে রাখতে হবেঃ

মাসআলা-১৩৮ঃ ইদ্দত চলাকালে রাজয়ী ত্বালাকের স্ত্রীদের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর দায়িত্বঃ

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.﴾ (سورة الطلاق: ٦)

অর্থঃ "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেখানে বাস করতে দাও, তাদেরকে উত্যক্ত কর না সংকটে ফেলার জন্য , তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমারা পরামর্শ করবে, তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।" (সূরা ত্বালাকঃ৬)

মাসআলা-১৩৯ঃ অগর্ভবতী ও যাদের সাথে সহবাস হয়েছে তাদের ইদ্দত তিন হায়েয (মাসিক) বা তিন পবিত্রতাঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত দলীলটি ১০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪০ঃ যাদের সাথে সহবাস হয় নাই তাদের কোন ইদ্দত নেইঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত দলীল টি ২৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা- ১৪১ঃ বিধাব নারীর ইদ্দত চার মাস দশ দিনঃ

عن ام عطية(رضى الله عنها) ان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار (رواه مسلم)

অর্থঃ" উম্মু আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ কোন নারী মৃতের প্রতি শোক হিসেবে তিন দিনের অধিক সময় অতিবাহিত করবে না, তবে স্বামী ব্যতীত, তার জন্য চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। ঐ সময়ে নারী চাক চিক্য কোন কাপড় পরবে না তবে সাধারণ রং বিশিষ্ট কাপড় পরতে পারবে। সুরমা ব্যবহার করবে না এবং আতরও ব্যবহার করবে না। তবে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার দুরগন্ধ দূর করার জন্য সাধারণ আতর ব্যবহার করতে পারবে।" (মুসলিম)[97]

মাসআলা-১৪২ঃ খোলা ত্বালাক গ্রহণকারিনী মহিলার ইদ্দত এক মাসঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ১০৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪৩ঃ বিধাব নারী তার ইদ্দত স্বামীর ঘরেই অতিক্রম করবেঃ

মাসআলা-১৪৪ঃ বিশেষ প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে পারবে তবে রাত্রিযাপন ঘরেই করতে হবেঃ

عن زينب بنت كعب بن عجرة (رضى الله عنها) ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهى اخت ابى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) اخبرتها انها جائت الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تسأله ان ترجع الى اهلها فى بنى خدرة فان زوجها خرج فى طلب عبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان ارجع الى اهلى فانى لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعم ، قالت فخرجت حتى اذا كنت فى الحجرة او فى المسجد دعانى او امر بى فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجى قالت: فقال امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله ، قالت: فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان (رضى الله عنه) ارسل الى فسالنى عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به (رواه ابوداود)

অর্থঃ "যাইনাব বিনতু কা'ব বিন ওজরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত,আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বোন ফুরাইয়া বিনতু মালেক বিন সিনান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

97 -আলবানী লিখিত মুখতাসার সহীহ মুসলিম। হাদীস নং-৮৬৪।

তাকে বললঃ যে সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল যে সেকি বনী খুদরায় তার ঘরে যেতে পারবে? কেননা আমার স্বামীর গোলাম পালিয়ে গেছে, সে তাকে খুঁজার জন্য বের হয়ে গেছে, যখন তরফ কুদুম (একটি স্থানের নাম) পৌঁছল সেখানে গিয়ে গোলামদেরকে পেল, আর গোলামরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে, তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম আমি কি আমার ঘরে ফিরে যাব? কেননা আমার স্বামী আমার জন্য কোন কিছু রেখে মারা যায়নি। ফারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হাঁ তুমি চলে যাও। ফারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ আমি সেখান থেকে বের হয়ে মসজিদ বা হুজরাতেই ছিলাম, এমন সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডাকলেন, বা কাউকে পাঠালেন আমাকে ডাকতে, আমাকে ডাকা হল, তিনি বললেনঃতুমি কি বলে ছিলে? আমি সব কথা দ্বিতীয় বার বললাম যা আমি আমার স্বামী সম্পর্কে বলেছিলাম। ফারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘরেই থাক, তখন আমি চার মাস দশ দিন ওখানেই থাকলাম, ফারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ যখন ওসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হলেন, তখন তিনি আমার নিকট দূত পাঠালেন এবং এ মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন তখন আমি তাঁকে এ বিষয়ে অবগত করালাম এবং তিনি এ আলোকেই ফায়সালা করলেন।" (আবুদাউদ)[98]

মাসআলা-১৪৫ঃ লাপাত্তা স্বামীর স্ত্রী চার বছর অপেক্ষা করার পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে পরবর্তী বিয়ে করতে পারবেঃ

عن سعيد بن المسيب (رضى الله عنه) ان عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل (رواه مالك)

অর্থঃ "সাঈদ ইবনু মোসাইয়েব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ওমার ইবনু খাত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেনঃ যে নারী তার স্বামীকে হারিয়ে ফেলল এবং তার আর কোন খোঁজ পেলনা, সে তার স্বামীর জন্য চার বছর অপেক্ষা করবে, এর পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, এর পর ইচ্ছা করলে পরবর্তী বিয়ে করতে পারবে।" (মালেক)[99]

98 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ খঃ ২,হাদীস নং-২০১৬।

99 -কিতাবুত্ত্বালাক,বাব ইদ্দাতুলল্লাতি তাফাক্কাদা যাওযুহা।

احكام النفقة

স্ত্রীর খরচ বহনের বিধান

মাসআলা-১৪৬ঃ স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর দায়িত্বঃ

মাসআলা-১৪৭ঃ স্বামীর সাধ্য অনুযায়ী স্ত্রীর খরচ বহন করবেঃ

নোটঃএসংক্রান্ত হাদীসটি ৭০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪৮ঃ স্ত্রীর খরচ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের প্রতি খরচের চেয়ে অগ্রগণ্যঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৭১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৪৯ঃ ইদ্দত চলাকালে স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিবঃ

নোটঃএসংক্রান্ত আয়াতটি ১৩৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৫০ঃ তৃতীয় ত্বালাকের পর স্ত্রীর খরচ বহন করার কোন দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকবে নাঃ

عن فاطمة بنت قيس (رضى الله عنها) تقول: ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله سكنى ولا نفقة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"ফাতেমা বিনতু কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তার স্বামী তাকে তিন ত্বালাক দিয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য থাকা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।" (ইবনু মাযা)[100]

মাসআলা-১৫১ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করেনা ঐ স্ত্রী চাইলে তার স্বামীর কাছ থেকে ত্বালাক নিতে পারেঃ

عن ابى هريرة(رضى الله عنه) ان النبى(صلى الله عليه وسلم) قال فى الرجل لايجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما (رواه الدار قطنى)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় স্ত্রীর খরচ বহন না কারী স্বামীর ব্যাপারে বলেছেনঃতাদের উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও।" (দারকুতনী)[101]

---

100 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা খঃ ১,হাদীস নং-১৬৫৫

মাসআলা-১৫২ঃ স্বামী যদি প্রয়োজনীয় বৈধ খরচসমূহ না করে, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এতটুকু পরিমানে খরচ করতে পারবে, যা তার স্বামীর নিকট অস্বাভাবিক মনে না হবেঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت هند ام معاوية(رضى الله عنها) لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان ابا سفيان رجل شحيح فهل على جناح ان اخذ من ماله سرا؟ قال : خذى انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف (رواه البخارى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, মুয়াবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মা হিন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ আবু সুফিয়ান একজন কৃপন লোক (প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে না) যদি আমি তার সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু নিয়ে নেই, তাতে আমার কি কোন পাপ হবে? তিনি বললেনঃ ইনসাফ পূর্ণভাবে নিজের ও সন্তানদের খরচের জন্য যা প্রয়োজন তা নেও।" (বোখারী)[102]

***

101 - নাইলুল আওতার কিতাবুন্নাফাকাত,বাবুল মারআ তানফুকু মিন মালি যাওযিহা।

102 -মোখতাসার সহীহ বোখারী লি যুবাইদী,হাদীস নং-১০৪১।

احكام الحضانة

বাচ্চা লালন পালনের বিধান

মাসআলা-১৫৩ঃ ত্বালাকের পর সন্তানের প্রতি অধিকার বাপের থাকে মায়ের নয়ঃ

মাসআলা-১৫৪ঃ স্বামী স্ত্রীর মাঝে ত্বালাকের পর সন্তানদের লালন পালনের ব্যাপারে মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশিঃ

মাসআলা-১৫৫ঃ নারীর দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে গেলে পূর্বের স্বামীর সন্তানদের প্রতি তার অধিকার শেষ হয়ে যাবেঃ

عن عبد الله بن عمرو(رضى الله عنهما) ان امرأة قالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثدى له سقاء وحجرى له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه منى فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انت احق به مالم تنكحى (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা আবেদন করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ছেলের জন্য আমার পেট ছিল তার আশ্রয় স্থল, আমার স্তন ছিল তার পানীয়, আমার কোল ছিল তার দোলনা, তার বাপ আমাকে ত্বালাক দিয়ে দিয়েছে, আর এসন্তানকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চায়। তিনি তাকে বললেনঃ তোমার দ্বিতীয় বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চার ব্যাপারে তোমার অধিকারই বেশি।" (আবুদাউদ)[103]

মাসআলা-১৫৬ঃ যদি পিতা সন্তানের ত্বালাক প্রাপ্তা মায়ের দুধ পানকরাতে চায় তহলে উভয়ের সন্তুষ্ট চিত্ত্বে অর্থের বিনিময়ে তা করা যাবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৩৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৫৭ঃ ত্বালাকের পর মা এবং বাপ উভয়েই যদি সন্তান নিজের কাছে রাখতে চায় তহলে লটারীর মাধ্যমে তাদের মাঝে ফায়সালা করতে হবেঃ

মাসআলা-১৫৮ঃ বাচ্চা যদি বুঝদার হয় তাহলে বচ্চার ইচ্ছার উপরও ফায়সালা করা যাবেঃ

---

103 - আলাবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ খঃ ২,হাদীস নং-১৯৯১।

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان امرأة جائت الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان زوجى يريد ان يذهب بابنى وقد سقانى بثر ابى عنبة وقد نفعنى فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) استهما عليه فقال زوجها: من يحاقنى فى ولدى؟ فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت، فاخذ بيد امه فانطلقت به (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে আবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী আমাকে ত্বালাক দেয়ার পর আমার সন্তান আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চায়, অথচ সে আমার জন্য আবু আম্বার কুপ থেকে পানি এনে দেয় এবং আমার আরো কিছু উপকার করে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃলাটারী কর, স্বামী বললঃ আমার ছেলের ব্যাপারে কে আমার সাথে ঝগড়া করবে? তখন রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এহল তোমার পিতা আর এহল তোমার মা তুমি যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে যাও। ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরল, আর মা তাকে নিয়ে চলে গেল।" (আবুদাউদ)[104]

মাসআলা-১৫৯ঃ মায়ের ত্বালাক বা মৃত্যুর পর খালা সন্তানের লালন পালনের ব্যাপারে সর্বাধিক হক দারঃ

عن البراء بن عازب(رضى الله عنه) ان ابة حمزة (رضى الله عنه) اختصم فيها على وجعفر وزيد فقال على: انا احق بها هى ابنة عمى، وقال جعفر: بنت عمى و خالتها تحتى وقال زيد: ابنة اخى فقضى بها النبى (صلى الله عليه وسلم) لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام(متفق عليه)

অর্থঃ "বারা বিন আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মেয়ের ব্যাপারে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং যায়েদ

104 - আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ খঃ ২,হাদীস নং-১৯৯২।

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মাঝে কথা কাটা কাটি হলে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ আমি তার লালন পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হক দার, সে আমার চাচার মেয়ে, জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও বললঃ সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী, অতএব আমি তার লালন পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হক দার। যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ সে আমার ভাতিজী তাই আমি তার লালন পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হক দার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ফায়সালায় মেয়ের খালার পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেনঃ খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।" (মোত্তাফাকুন আলাইহি)[105]

মাসআলা-১৬০ঃ ত্বালাকের পর বাচ্চা চাই তার পিতার কাছেই থাকুক বা মায়ের কাছে, যখন সে অপর জনের সাথে সাক্ষাত করতে চাইবে তখন তাকে সে সুযোগ দিতে হবেঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله (رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রেহেম (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে, আর সে বলতে থাকে যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন, আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" (মুসলিম)[106]

সমাপ্ত

105 -নাইলুল আওতার,কিতাবুন্নাফাকাত,বাব মান আহাক্কু বিকাফালাতি ত্বিফল।

106 -কিতাবুল বির ওয়াসসিলা বাব সিলাতুররেহেম ওয়া তাহরিম কাতিয়াতুহা।